দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[তৃতীয় ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০৯ শক।

মূল্য ৷৹ আনা।

সূচীপত্র ।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

অভিনয়।

২৯ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে কৃপাসিন্ধু, ভগবদ্ভক্তদিগের রত্নমালা, যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে, সেখানে এই কয় জন লোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, সেখানে এই কয় জন অদৃষ্ট মানে। নববিধানবাদী অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে অদৃষ্ট তা নয় যা লোকে মানে। অদৃষ্টক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ হইল—এই সকল অদৃষ্ট! যেমন সংসার ছাই, তার অদৃষ্টও ছাই। যেমন পৌত্তলিকদের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অদৃষ্টও ছাই। এ অদৃষ্ট দূর হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস: নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। কি অদৃষ্ট? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপদ্মে মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব। আমরা সুখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননী, তুমি সুভিবাঘরে

কপালে লিখে দিয়াছিলে। আমাদের অদৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, ঘর আছে, সুখ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে আমরা পাব। কি ছিলাম, আর আমরা কি হলাম! আমাদের নাটক, ইট কখন অদৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি আমাদের কপালে লিখিলে, অভিনয়। নববিধান অভিনয়; প্রকাণ্ড সংসার আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে, ঘরে নিয়ে বলে দিলে, "এই রকম করে সকলের কাছে নরম হোস্, এই রকম করে ভাইয়ের সেবা করিস্, এই রকম করে হুঙ্কার করিস্"; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়া সকলকে পরাইলে। ভারতেব প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরি, আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করিতে পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ ঋষি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই; এবারে সকলের শুভ অদৃষ্ট। যারা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, যারা শুনিবে তাদের, শুভাদৃষ্ট। বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন; আকাশে দেবতা আকাশেই রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেই রহিল। চাবি দিক দেখিতে লাগিল। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতী বন্দনা করিয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি

যখন পৃথিবীকে অভিনয় দেখাইবে এই কয় জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী বুঝিবে নববিধান কি! ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে; এই কুড়ি বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনয় সর্ব্বদা হইতেছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা লিখেছ, তা তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাজিয়েছ, তার তা হতেই হইবে। যে যেখানে থাকে, তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অভিনয় করিতেই হইবে। মা, এ ত তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অদৃষ্টে ছিল এক সঙ্গে এসে দাঁড়াবে; যেমন দাঁড়াবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠিবে। নাটক অভিনয়ে পাপী উদ্ধারের সহজ উপায় হবে; সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হবে; দুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে বুকের ভিতর রেখেছিলে, যাই উনবিংশ শতাব্দী আসিল, উপযুক্ত সময় আসিল, তুমি নিদ্রিত দলকে উত্থিত করিলে, তাহারা একটি ঘরে আসিল। বিধাননাটকের অভিনয় করিবে। মা, এই নববিধানের অভিনয় করে রেখে, আমরা যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্য্যে ব্রতী হই।

হে মুক্তিদায়িনি, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব

ব্যাপার। কাকে রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই যে, রোজ একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে। মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে বলিব। আমি যে তোমাকে ভালবাসিব; আমি যে তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে করিব। মা, পুণ্যভূমি প্রস্তত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তত হচ্চে। নাটকে যে পবিত্রাণ হবে, মা; এ যে বিশ্বনাট্যশালা, এ যে ধ্রুবলোক। মা আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সমুদায় করিতেছেন। মা, তামাসা দেখিবার জন্য, আমোদ করিবার জন্য যারা আসচে তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা না হবে এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্‌চ, তোদের যা সাজিতে বলি তাই সাজিস্‌, আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায় লইয়া, নাট্যশালায় প্রবেশ করিস্‌; তা হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে; সকল পাপী 'অবিনাশের' মত স্বর্গে যাবে; হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব এক হবে। মা, তুমি যদি বল, তবে অভিনয় করিতেই হইবে, এবার ঐ রঙ্গভূমিতে থাক্‌ব, ঐখানে সেজে বসে থাক্‌ব। কেন? মা যে বলে দিয়াছেন এতে পৃথিবীর গতি হবে। মা, তুমি যা বলিবে তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে হবে। হে করুণাময়ি, হে জননী, তুমি

কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যদি অদৃষ্টক্রমে তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্নান।

৩০ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে ভক্তদিগেব প্রাণারাম, তুমি যে কৃপা করিয়া এবার আমাদিগকে নূতন মন্ত্র দিলে তাহার সাধন কে করিল? কে তোমার মন্ত্র নেবে? কে শুনিল তোমার মন্ত্র? কে বা সাধন করিবে? সহজে দুটো কথা বলিয়া উৎসবের দিন চলিয়া গেল, কে বা সেই কথা আলোচনা করে, কেইবা তার গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করে? হে দেবি, মোক্ষমন্ত্র ত সময়ে সময়ে খুব দিতেছ, কিন্তু শোনে কে তোমার কথা? গ্রাহ্য করে কে? হে বিধি, যদি প্রচার করিলে তোমার নূতন বিধি, তবে সে বিধি যেন বিফল না হয়, তোমার নিকট কাঙ্গালের এই প্রার্থনা। যে আহার স্নানে শরীর মন শুদ্ধ হয়, যে চরিত্র আহারে ঈশা মুষার মত চরিত্র হয়, বলিতে গা কাঁপে, আমি চণ্ডাল পাপী, আমার তাতে ব্রাহ্মণত্ব হইবে, ভিতরে সহস্র দ্বিজ ভাব ধারণ করিব! হরি, টের মন্ত্র

দিয়াছ। এবার নাওয়া খাওয়ার মন্ত্র দিলে। এক কর্ণে প্রবেশ করিল অপর কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই রাজ্যে আমাদের নিয়ে চল যেখানে স্নান আহার ধর্ম্মের ব্যাপার। যেখানে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলিযা গাত্রোত্থান করিয়া তোমার পুণ্যসরোবরে, পুণ্যগঙ্গায় স্নান করিয়া আরো শুদ্ধ হইতেছেন। মা, আমার 'আত্মাকে' স্নান করাবার ভাব মনে হয় না, আমি যে মলিন শরীর লইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করি, সেই মলিন শরীর লইয়া বাহির হই। হে ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, স্নানের দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও। গৌরাঙ্গ, তুমি স্নান করিয়া আরো গৌর হইতেছ। আমি স্নান করিয়া আরো কালই হইতেছি। আমরা যখন স্নান করি পাপমলা দূর ত হয় না; শরীরের কালি ত যায় না। আমাদের শরীরে এত কালির দাগ! কবে স্নান করিব তোমার ঘাটে? একটা ডুব দিলেই দেখিব শরীর জ্যোতি-র্ম্ময়, ব্যাধিবিহীন, নির্ম্মল হয়েছে। প্রেমিকের ঈশ্বর, যদি দয়া করিয়া উৎসবে এই নূতন এবারকার মন্ত্র দিলে, তবে তা সাধন করিতে শেখাও। আমাদের সকল জলের ভিতর তুমি এসে বস। আমাদের শরীরের সমুদায় দাগ, মলিনতা পরিষ্কার করে দাও। যত স্বার্থপরতা, অশুদ্ধি, যা কিছু আছে আমাদের ভিতর, একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ' বলি, আর সোণার কলসী করে ব্রহ্মজল মাথায় ঢালি। ঢালিতে

ঢালিতে শুদ্ধ হই, পরমেশ্বর, এই করে দাও। স্নান করিব, আর যত পাপ কুপ্রবৃত্তি মলা দূর করে দেব। কাল চামড়া আর থাকিবে না। শরীর উজ্জ্বল নির্ম্মল হবে। নর নারীর পানে তাকালেই বুঝ্‌তে পারব এক একটা জ্যোতি চলে যাচ্চে। কারণ এরা যে নেয়ে এলো। হরি-নাম করে নেয়ে এলো। যে নেয়ে আস্‌বে, দেখিব শরীরে জ্যোতি, মাথায় তারা জ্বল্‌চে। যেমন ঈশার রূপান্তর হইল তেমনি ভক্তের স্নান করে রূপান্তর হয়। হে দীন-বন্ধু, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্নানের সঙ্গে এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে লোহার শরীরকে সোণার শরীর করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুচরিত্র গ্রহণ।

৩১ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে দীন দয়াল, হে অসীম প্রেম, চিরকাল মানুষ সাধু-দিগকে নমস্কার ও প্রণাম করিয়া আসিতেছে। আমরাও কি সাধুদিগকে সেইরূপ বাহ্যিক সম্মান দিয়া বিদায় করিয়া দিব? এই জন্য কি যুগে যুগে স্বর্গ হইতে সাধুদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে যে আমরা মুখে কেবল বলিব "তোমরা বড়, তোমরা বড়?" সাধু মানে তাই, যা লোকে বলে হয় না, তা হয়।

ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওযা, মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থির বিশ্বাসী হইয়া থাকা, ইহা লোকে এক রকম অসাধ্য মনে করিয়া রাখিয়াছে। (সাধু অর্থ আর কিছু নয়, তাহার অর্থ অসম্ভব সাধন, অসাধ্য সাধন। সাধুরা দেখাইয়া গেলেন, যা মানুষ পাবে না, তা হয়। স্বর্গীয় সাধুগণের এই মূল্য। এই জন্য তাঁরা পৃথিবীতে আসেন।) আমরা বলি 'যার রাগ আছে একেবারে কখন যায় না, যার মন শুষ্ক সে কখন ভক্তি প্রেমরসে মত্ত হতে পারে না' বড় বড় সাধুগণ দাঁড়িয়ে বলচেন, তা হবে, 'নিশ্চয় হবে। যা হয় না মানুষ বলে, তা নিশ্চয় হয়। (আমরা বুকের ভিতর সাধুদের জীবন প্রবিষ্ট করে রাখ্‌ব। এই রকম করে সাধুদের সম্মান করিতে হইবে।) দয়াল হরি, আমরা সাধুদিগকে বড় অশ্রদ্ধা করেছি। তাঁরা বাড়ীতে এলেন যে ভাবে, সে ভাবে তাঁদের নিলাম না। আমি যে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ হয়ে ওঁদের মত হব, সে আশা কি বেড়েছে? আমরা যে সাধুদের দেখিবার জন্য স্বর্গে গেলাম, তাঁদের হাত ধরে নাচিলাম, আমরা কি বলিতে পারি, 'এই আমার ভিতরে ঈশা; যত সাধু ঋষি আমার অন্তরে বসে আছেন।' হরি চিরকাল আমি সাধুদের বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছি, অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম না। সাধুগণ, আমাদের রক্তের ভিতর এস। আমরা বুকের ভিতর সাধুতা রাখিব। দেখাব বুক চিরে যে, তাঁরা ভিতরে আছেন। (বুক চিরে যেন দেখাতে পারি সেখানে

সাধু সাধ্বী। এ না হলে পৃথিবীতে থাকা মিথ্যা।) আমরা সাধুদের বলি, তোমাদের সুখ্যাতি সম্মান দেব, মতেতে মানিব, কিন্তু ভিতরে স্থান দেব কেন? এই বলিয়া দেউড়ী থেকে তাঁদের বিদায় দিই। মা, এত ঈশার সুখ্যাতি করে ঈশাপ্রকৃতি হলো না, হলো না। হরি, কি রকম করে হাত যোড় করে ঈশাকে বলিব, এস ঈশা, ব্রহ্মতনয়, তোমাকে বুকের ভিতর রাখি? ঠিক যেন সাধু সচ্চরিত্র জীবনকে আহার করিব। যেন কিয়দংশে ঈশার মত হব। আচ্ছন্ন করে দাও। সাধুতা ভিতর পরিষ্কার করে দিক্। সাধুরা আমাদের আত্মীয়, এঁদের যেন বাহিরে রেখে অপমান না করি। বাহিরে আর রাখিব না, রক্তের ভিতর, হাড়ের ভিতর, মাংসের ভিতর তোমাদের রাখব্। এমনি ঈশার ন্যায় বিবেক হয়েছে মনে যে, আর পাপের দিকে মন কিছুতে যায় না। আমি যেন ঈশা হয়ে যাচ্ছি, ঈশা যেন আমি হয়ে এক হয়ে যাচ্ছেন। যে ঈশা হতে পারবে না সে যেন ও নাম লয় না। যে ক্ষমাশীল হতে পারবে না, যে চির কালই রাগ করিবে, যে শত্রুকে বধ করিবে, সে যেন ওনাম লইতে না পারে। (মুখে পঞ্চাশ বার 'শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিতেছি অথচ ভক্তি নাই, কীর্ত্তনে মত্ততা নাই। মুখে 'বুদ্ধ বুদ্ধ' বল্‌চি, অথচ জীবে দয়া নাই, বৈরাগ্য নাই, পরের সেবা নাই। এতে কিছু হবে না; তাঁদের মত হয়ে যেতে হবে। তাঁরাই আমি হয়ে যাব) সাধুদের খেয়ে

ফেলিব। বিবেক বৈরাগ্য নিষ্ঠা ভক্তি সর্ব্বত্যাগীর উৎসাহ, এ সমুদয় আমাদের হবে, সাধুর মাংস আহার করিলে ভিতরে কত তেজ হবে। যে জাতির যে ভক্ত থাকেন, সমুদয়ের ভাব লইয়া আহার করিব। 'হে ঈশা' 'হে মুষা' বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আমায় খেতে হবে। এই আহারে যে রক্ত টুকু হবে, সাফ্ পরিষ্কার একেবারে। বৈরাগীর রক্ত হৃদয়ে বহিবে। আর কিছু বাহিরে রাখিব না, সব খাব, যা পাব। মা জননি, সমস্ত সাধু গুলিকে এমনি করে সাজাইয়া রাখিবেন যে আমরা সব সাধু-দের আহার করিব। দীনবন্ধু, পাপীর সহায়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুদিগকে বাহিরে না রাখি, কিন্তু তাঁদের ভাল করে আহার করিয়া অন্তরে অন্তরে সাধুচরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন পবিত্র ও শুদ্ধ হই। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অভিনয়ে নববৃন্দাবন।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল মনুষ্যের গতি, শুদ্ধ জীবন ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিলে কি হয়? জীবন পবিত্র রহিল; অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম, নানাবিধ

উল্লাসের কার্য্য করিলাম, এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট। কিন্তু মনে যদি পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, তা হলে এ সকল বিষ আমাদেব পক্ষে। আমরা দেবতাদের ধরে সংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহত্ত্ব ভারি সুখ। এই যে আমার সাজ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে নিয়েই যাও আব মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না। সৎপথে থেকে তার পর আমোদ প্রমোদ অভিনয় এ ভারি ব্যাপার। তবে যদি দুষ্ট লোকেরাও এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হলে তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, যদি আমরা মজা করে আগে খাস দববারে শুদ্ধ হয়ে বসে আছি তার পরে আমোদ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক রসে রসিক, তোমার ভাবের মর্ম্ম বুঝেছিল তাই অভিনয় করেছিল! কিন্তু মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন অভিনয় না করে, কাল অঙ্গ নিয়ে কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। যুবা দলের পক্ষে ইহা আরো কঠিন। গৌরাঙ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল সংসারীদের দেব? নাচুতে দেখেছি মাকে, তাঁকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। এই বলে তিনি তোমার কাছে নাচলেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌরাঙ্গের পথাবলম্বী হওয়া যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক

পথ; সন্ন্যাসরে একটা পথ, বৈরাগ্যের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটক ও ওত গৌরের বাড়ীর পথ! তবেত এ গৌরের নাটক, সাদা ধপ্‌ধপে গৌর না হলে কেউত অভিনয় করিতে পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে তবে অভিনয় করিবে। সকলে গৌর হয়ে যাব। গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক যেন পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ও সব নরকের ছবি নয়, স্বর্গের ছবি। ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেলা কচ্চে, পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্ব্বত দেখ্‌তে যাই। এতে কেন তার ছবি দেখি না। আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি। নাটক কখন মিথ্যা নয়, নাটক সত্য। ও ছবি না হয় হরি নিজ হাতে এঁকেছেন, এ ছবি না হয় পোটোর হাত দিয়া আঁকিয়েছেন। এ যদি রঙ্গভূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিত্রাণ রত্ন কুড়িয়ে নিতে পারবে না? পারবে, পারবে। আমরা মনে করি না কেন আমরা সকলেইত 'অবিনাশ', সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে পাপে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ করি, এবং গুরু লাভ করে, দৈববাণী শ্রবণ করে, শেষে ভাল

হব; পাপ পুরুষের উপর জয়ী হব। মা একি কম কথা তা হলে যে নববৃন্দাবন হবে। মা জননীগো, দয়া কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপান্তর হয়েছে। তুমি দয়া করে এখন অনুতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে যাতে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে পারি তাই কর।' বাপ মা ছেলে মেয়ে সকলকে একটি সুখী পরিবার কর। আমোদ প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় সৌভাগ্য। সকলে প্রাণভরে শুনি, প্রাণভরে দেখি। মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার কৃপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরস্বতী, তুমি অবিদ্যা নাশ করিবার জন্য একেবারে সাক্ষাৎ এসে রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়েছ। ঐ রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়া শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন স্থাপন করিলে মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন। মা, নববৃন্দাবনের দিক্‌টা এই। আহা বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল। মা, এত সহজে স্বর্গলাভ হইল? মা, আমি দুপয়সা খরচ করে এত পেলুম? আমার বাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবন করে, এইখানটাতেই যেন বুড়ো বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এই খানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবৃন্দাবন। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এই

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবজন্ম।

২ রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রসবিনী, হে দেবজননী, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য বস্তু। বৃদ্ধি তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞান-কৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি। রঙ্গভূমিতে এক বার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া ইহা কি সামান্য ব্যাপার? আবার এক জন আসিল, আবার এক জন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে একটা নূতন তারা দেখা দিল, সংসারবাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, জীবনসমুদ্রে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, সংসারে তোমার আর একটি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল; সেনাপতি, তোমার সৈন্য-দলের আবার একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল। মনে হয়, সৃষ্টির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার পরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে আসিল। সে কোথায় ছিল কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন সতেজ রাখে, পাছে ভগবান্‌কে লোকে ভুলে; তাই সন্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে লোকে মৃত মনে

করে, তাই বৃদ্ধি হয়। জগতকে জানায় যে সৃষ্টি চল্‌চে, ভগবান্ মৃত নয়। রঙ্গভূমিতে নূতন নূতন লোক আসে। এই যে সকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, এই যে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে কে জানে? জননী, দয়াময়ী, তুমিই প্রসব কর। জগন্মাতা. তুমিই জীবকে প্রসব কর। আমরা সকলেই তোমার সন্তান। আর যখনি একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে প্রেরণ কর, রত্নগর্ভা, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণ্যগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান। হে ভগবতী, রত্নগর্ভা, সুবর্ণগর্ভা তুমি; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশ বৃদ্ধি মানে দুঃখ অবিশ্বাস ভাবনা মায়ার রজ্জু বৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়্‌বে, কি বাড়্‌বে?—মায়া। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়—যত বংশ বাড়্‌চে, মানুষ রাগচে, সংসারে ডুব্‌চে; ভগবান্‌কে ভুলে। কিন্তু হে ভগবান্, আমি বলি যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। মনুষ্যসন্তান যে, ঈশ্বরসন্তান সে। মনুষ্যপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, সুকলি তুমি। এটা মানুষে বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিদানন্দময়ী, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। এ বৃদ্ধি গুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়্‌চে। ভগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হচ্চে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি। ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। সুসন্তান ঋষিপুত্র. নারায়ণের বংশ. প্রত্যেক

মনুষ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহর্ষি ঈশার জন্মের কথা আমরা যাহা শুনেছি সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহা সংলগ্ন রাখি। তোমাকে পূজা করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পূজা করি। তা না হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়চে আর মায়ায় ডুবচি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি সংবাদ পাবামাত্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঠিক যেন তুমি ডাক্‌চ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসন্তান আয়। আর দেবপ্রসূতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম করি। যে নারী গর্ভে শিশু ধারণ করিল তাকে লোকে ধন্য ধন্য করে, কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড সংস্থাপিত হইল। ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবসৃষ্টি সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার। অতএব সহস্র শঙ্খ বাজান উচিত যখন কোন একটি নূতন শিশুর জন্ম হয়। যখন রঙ্গভূমিতে কোন একটি নূতন লোক আসিল। ভগবৎখণ্ড যিনি তিনি আরো পুণ্যবান্ হইবেন, হরি যথাসময়ে তাকে উপযুক্ত করিবেন। হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি সূতিকা ঘরে, হরি সংসারে। নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, মাথা অবনত করিয়া প্রণাম করিবেন। ছেলেকে দেখে মনে হবে কে নাক্‌টি টিকল করিল, কে চোক্‌টি সুন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে?

অভিনয়ের পর অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, বংশবৃদ্ধির পর বংশ বৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম চলিবে। মা চিদানন্দময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবজন্মে অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরানন্দে মগ্ন হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুহূর্ত্তে পাপজয়।

৩ রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে নূতন বৃন্দাবনের রাজাধিরাজ, তোমার যে ধর্ম্মের অভিনয় তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতা, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? এই মরিল, এই বাঁচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন; এই গুরূপদেশে ভাল হইল, এই রোগ প্রতীকার। মানুষে বলে এত শীঘ্র শীঘ্র হয় কেন? এই পাপ করিল, এই দ্বীপান্তর হইল, এই অনুতাপ করিল, ভাল হয়ে গেল, সকলের মিলন হয়ে সুখী পরিবার হয়ে স্বর্গ লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রীহরি জবাব দাও। এই এত পাপী ছিল এই এত ভাল হয়ে গেল, সেই লোক যার হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ সে একেবারে এত ভাল হয়ে সস্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি করে? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই

মদ খাচ্চে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে অনুতাপ এলো। এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু লোকে বলে বড় শীঘ্র হলো। ক্রমে ক্রমে যদি একটু ভাল হতো তা হলে আমরা ভাব্‌তাম ইহা স্বাভাবিক। মা, লোকে যে এই দোষ দেখাবে ইহা কি খণ্ডন করা যায় না? রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া লোকে গল্প মনে করে এই জন্য যে আমরা রাতারাতি ধার্ম্মিক হতে পারি না। মা, রাতারাতি যে পাপ দূর করিব, সুখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্চর্য্য। মা, পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী যখন সেই সমুদ্র-তীরে একাকী বসে অনুতাপ কচ্চে তখন আর কি বলিব কোথায় বা তার পিতা মাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন বালক বালিকা। এই নাটকের দুঃখ দেখ্‌চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি অবিনাশ এসে গেলেন, সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশা হয়, আমরা যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি তা হলে চিন্তা কি। আমরা যদি ৮ টার সময় পাপ আরম্ভ করে ১২ টার সময় পাপ ছাড়ি তা হলে বাঁচি। শ্রীহরি, আমরা ঠিক অবিনাশের মত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে শীঘ্র ভাল হলো। আশ্চর্য্য তোমার খেলা। যাকে ভালবাস তাকে শীঘ্র ভাল করিবে বলে এমনি একটু নাকাল কর যে একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ

পুরাতন অবিনাশ গুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার আস্‌চে, মা, কেন? এক বার নয় বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমরা পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সে যে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। মা. আমাদের নির্লিপ্ত কর। অবিনাশ অত পাপী লোক, একেবারে বেঁচে গেল। নিরাশার মহাসমুদ্র তটে আমরা কি পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করি? মা কমলা, দয়া করে এ দুর্জনকে আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি। মা, আমাদের কপট সাধন কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়ী, এক বার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। আগে তাঁদের সম্মান করি, ঈশাদত্ত অস্ত্র নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময়ী, বাহাদুরি এই নাটকের ভিতর যে এই পাপী এই পুণ্যবান্, এই নারকী এই ধার্ম্মিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে পারে, মা। মা, অভিনয়-রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য স্বর্গারোহণ করিতে পারি। দয়াময় পতিতপাবন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ঐ রঙ্গভূমির মাটী ছুঁয়ে শুদ্ধ হয়ে আনন্দে নাচিতে নাচিতে স্বর্গারোহণ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মত্ততা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে আনন্দময় হরি, তোমাব জন্য আমরা কি না করি। যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম শেষে তোমার জন্য। তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, আমরা বানর সাজিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না. পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে যে আমরা হরির জন্য যাত্রা অবধি করিলাম। আমবা বৃদ্ধাবস্থায় নির্লজ্জ হয়ে কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম। হরিকে আমরা ভালবেসেছি, যখন ভালবেসেছি তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অদৃষ্টে ছিল। ওরে হবি, যাকে মজাস্ তাকে এমনি করে নাকাল করিস্। নাথ, একটু ভালব স্‌লে কি শেষ্‌টা এই রকম করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্য। আমরা বার্দ্ধক্য শোক রোগ এই সব নিয়ে যে বেহায়া হয়ে ভাঁড় সাজ্‌তে লাগ্‌লাম, এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্য। হৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে তোমার প্রেমেব জন্য। ভগবান্ পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব রঙ্গের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝ্‌তে পারেন। বৃদ্ধবয়সে কি এত দরকার হয়েছিল যে এ কথা নাটক না করিলেই নয়। তুমি বল্‌চ মন্দির করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্যশালা করা আবশ্যক। মন্দিরে সে মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বসিলে ইয়ারের

মত। সেই ব্রাহ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম, আর নাট্যশালায় ব্রাহ্মেরা যেখানে মাতাল হয়ে মদ খাচ্চে তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে আমোদ করিবার অধিকার দিলে, কি উচ্চ অধিকার দিলে? রাজার রাজা ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি। দেবতা, বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না হলে আর চলে না। মা আমার, এত তোমার ভাব। যাদের তুমি ভালবাস তাদের এত আদর কর। তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে এসে নাচ্‌লে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না লোকে দেখুক আর ভাল হোক্। এই সদ্য মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে আমাদের সাজ্‌তে বল্লে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখ্‌তে বল্লে, সকলি তুমি হরি। কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে তুমি। হে দীনবন্ধু, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে এত ভালবাসা তোমার। আমাদের দেখ্‌তে তুমি এত ভালবাস? ভগবান্ ইয়ার্কি দিলেন ভক্তদের সঙ্গে এটা কি কম কথা? এটা বোঝে কে, আর মজে কে। আমরাও বেহায়া হয়ে গেলাম বুড়োবয়সে কোথায় ধ্যান পূজা করে কাটাব, তা নয় লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তেরা গম্ভীরভাবে তোমার চরণসাধন কর্ত্তেন এখন কি না ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। ভগবতী পাগ্‌লির জ্বালায় অস্থির।

তুমি গম্ভীর গুরু সে মূর্ত্তিও যেমন আর ইয়ার্কির মূর্ত্তি সেও তেমনি মিষ্ট! সেই মাই তুমি, তবে এবার তোমার মূর্ত্তি কিছু পাগলিনীর ন্যায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে সকলে চারুশীলার মত এলো-কেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশা সকলেরই হোক্। পাগল পাগ্লিনী না হলে পাগ্লীর অভিনয়ে কেউ যোগ দিতে পার্বে না। আমাদেরও মন্দিরের পূজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, এ দুই এক। পর-মেশ্বর আমাদের মা ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে। আমাদের জিনিস ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর রহিল না। বুড়োবয়সে কি হলো। আপনার হাতে রেঁধে খেতে হলো, সুদু পায়ে থাক্তে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজ্তে হলো। মা, এই ভবে বলি যদি পাগ্লি হয়ে আমার মাথা খেলি তবে এই দল শুদ্ধ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। মাতাল কটা বসে আছে আর মদ যোগাচ্চ, প্রেম সুরা যোগাচ্চ। ব্রহ্মাণ্ডপতি কত সাজই সাজচেন।

এক বার সাজ্‌চ মা, এক বার সাজ্‌চ বাপ্‌। কোন্‌ নাটক তোমার বাকি আছে বল। সেই সৃষ্টির দিন থেকে সাজ্‌চেন আর কত লীলা খেলা কল্লেন। লীলা আর কি, কেবল নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় চূড়ান্ত। হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই সাজ্‌চ। বল্লে আমি মানুষ সাজ্‌ব বলে মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। এক বার মা এক বার বাপ সাজ্‌চ। হৃদয়ের বন্ধু, পাগল করে দাও না। এই নাটকের পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা মা মা মা—মা, তোমাকে আবো ভালবাসিতে দাও। তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দি। আমরা মার স্বর্গরাজ্যের জন্য কিছুতে লজ্জিত হব না, কোন কাজ করিতে লজ্জিত হব না। আর ভদ্রতার কাজ নাই। বলুক লোকে অভ্যস্ত বেহায়া নির্লজ্জ অভদ্র। মজিব আর মজাব। সখ্যভাব না হলে সুখ হবে না। এ যেন কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে তোমার সঙ্গে মজে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমরা বা কি থিয়েটর করেছি, এ অতি ছাই তুমি যে থিয়েটর কর তার কাছে। মা আনন্দময়ী, সেখানে নিজে ভক্তদের সাজাও। আহা কি চমৎকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণ্যের সাজ। আমরা আবার তা দেখিব হে কৃপাসিন্ধু হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন

পাগল পাগলিনী হয়ে তোমার অভিনয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অভিনয়ে প্রচার।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে মঙ্গলময় হে দীনশরণ, এ তোমার একটি নূতন রাজ্য, যাহাতে আমরা এখন প্রবেশ করিয়াছি। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় তোমার ভক্ত দল আবার একটি নূতন গ্রামে প্রবেশ করিল। বক্তৃতা করিয়া দেশে দেশে তোমার নাম প্রচার করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য উপায়ে তোমার রাজ্য যাহাতে জগতে প্রচার হয় তাহা করিয়াছি। এবার রঙ্গভূমিতে প্রচার। আমোদ আর ধর্ম্ম মিশিল। এবার-কার এই বিধি। এ বড় চমৎকার বিধি। এ খেতেও ভাল, দিতেও ভাল। রঙ্গভূমিতে যদি ধর্ম্ম প্রচার হয়, তা হলে মন্দ কি? আমোদ আহ্লাদ করে যদি স্বর্গে যাওয়া যায় মন্দ কি? হরি, দেশে যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কি তুমি এই বিধি করিলে? ইহা কি যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের উপায় হইয়া আমাদের হাতে আসিয়াছে? অভিনেতা যাঁরা তাঁরা তবে ধর্ম্মপ্রচারক। নাট্যভূমির সকল লোক ছোট হইতে বড় সকলেই তবে ধর্ম্মপ্রচারক। এতে যাতে পাপী তরে

তাই কর দয়াময়। নববিধানসম্বন্ধে পাপী যারা তাদের এই উপায়ে এ দিকে আন তবে। পাপীর অনুতাপ হইল, পাপী পরিত্রাণ পাইল। দল বল সব লইয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল। নববিধানে সকল ধর্ম্ম এক হইল। এ সব কথা যেমন বেদী হইতে বলি, তেমনি এই মনোহর নাট্য-ভূমিতে অভিনয় হইবে। আমরা কি আর আমোদের জন্য বৃদ্ধ বয়সে নাটক করিতেছি? রঙ্গভূমিতে আমোদের সঙ্গে অনেক সত্য মিশ্রিত হইয়া অনেক লোককে এই দিকে আনিবে। হে পরমেশ্বর, হে বিশ্বাসীদের রাজা, আমাদের ভয় হয় পাছে অভিনয়ের আমোদ করিতে করিতে আসল লক্ষ্য ভুলে যাই। সকলে বলিল বেশ অভিনয় হয়েছে, ইহাতেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সকলকে তোমার দিকে আনিতে পারিলাম কি না, এ দিকে দৃষ্টি যদি না করি! মা, সেই রূপ উপদেশ দাও, সেই মন্ত্র দাও যাতে এরূপ না হয়। পাপীর হৃদয়ে একটা অগ্নি জ্বলে উঠুক, তাতে যত শুক্‌নো পাপ পুড়ে যাক্‌। মা, যদি এই রূপে নববিধানের অভিনয় হতে হতে সমস্ত ভক্ত সংখ্যা বাড়ে, ভাবতে তবে ভারি মজা হয়। লোকগুলো আমোদ করিতে আসিয়া শেষে ভাল হয়ে যাক্‌। মা, আমরা আমোদ করি বটে, কিন্তু ইহা নববিধান প্রচারের একটা প্রবল উপায়স্বরূপ। এই নববৃন্দাবন নাটক নববিধান প্রচারের একটা উপায় স্বরূপ হোক। লোকে যদি কেবল "এ

বেশ সেজেছিল, ও বেশ কেঁদেছিল” এই সুখ্যাতি টুকু করে যায়, তবে আমাদের অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি দেখে গিয়ে নববিধানকে ভালবাসে, হরিনাম করিতে ইচ্ছা বাড়ে, তবে নববিধানের উদ্দেশ্য সফল হয়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই পবিত্র অভিনয় করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকগুলিকে, ভাইগু-লিকে সেই নববৃন্দাবনে লইয়া যাইতে পারি। মা, তুমি এই কৃপা কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কার্য্যেতে বিধানের জয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে কৃপাসিন্ধু, হে ভক্তদের রাজা, তোমার বিধানকে তুমি আরো তেজোময় কর। নিদ্রিত কেন, জাগ্রত ক্ষীণ কেন, সবল হউক।' আস্তে আস্তে বলে কেন, খুব জোর করিয়া বলুক' হে দয়াল হরি, তোমার ধর্ম্মকে দিগ্বিজয়ী করিয়া সকল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই নবধর্ম্মকে স্থাপিত করিলে। কিন্তু হে দয়াময়, আমরা কার্য্যে কি করিলাম? অত বড় অভিপ্রায় তোমার, তার পক্ষে অতি সামান্য সাধন করিলাম। আমরা ক্ষুদ্র, তা জানি, কিন্তু কাঠবিড়ালী

যদি অত প্রকাণ্ড সেতু বন্ধের সাহায্য করেছিল, তবে ক্ষুদ্র আমরা, নববিধানসেতু নির্ম্মাণের সাহায্য কি করিতে পারিব না? তুমি বল কিছুই যে কাজে হইল না। এরা কিছুই যে করিতে পারিল না। কোথায় আমেরিকা চীনে আমার রাজ্য স্থাপিত হইবে, তা না হয়ে বাড়ীর কাছেই ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে। চারি দিকে কেহ ত এখন গেল না। মা, যেখানে আমরা কাজে করিতে পারিলাম না সেখানে অভিনয়ে কাজ করিতে লাগিলাম। যেখানে সত্য দ্বারা পারিলাম না, সেখানে কল্পনায় করিতেছি। প্রচারকেরা যা করিতে পারিল না, অভিনেতারা তা করিতেছে। কিন্তু মা, এ তোমার কাছে গ্রাহ্য ত হইবে না। তোমার দাবি দাওয়া যে আরো বেশী। এ রকম করে আস্তে আস্তে চলিলে ত হইবে না। এ বৃদ্ধ বয়সে আর একটু উন্মাদের অবস্থা দাও। ঢের কাজ যে এখনও বাকি। এত দূর পরিবর্ত্তন এখনো হয় নাই আমাদের মধ্যে, যে আমরা সকল ধর্ম্ম সকল জাতির মিলন করে এই নববিধানে এক করিতে পারিয়াছি। দেশদেশান্তরের সকল লোক এক হরিনাম করিয়া শান্তিতে মিলিত হইল, তা কৈ হইল? নববৃন্দাবনে মিলন কৈ হইল? নাটকে সকল জাতিকে এক স্থানে দাঁড় করাইলে কি হইবে? সকলে বলে দেখাও না? মা, অবিনাশেরা বসে রয়েছে, সকল জাতি নববিধানে আসিল কৈ? মা, যদি নববিধানের অভিনয় হইল, তবে বিধান জয়ী হোক্

পৃথিবীতে। শক্ত ধর্ম্ম, অদ্ভুত বিধান। কিন্তু এটা করিতে হইবে। অভিনয়ের শেষটা যা অপূর্ণ আছে তা পূর্ণ করিতে হইবে। বিধানের আসল মর্ম্ম পূর্ণ হইবে। শ্রীহরি, এই নিবেদন করি, নববিধানের শেষটা অপূর্ণ থাকে না যেন। এটা আমাদের নাটকের দোষ নয়, কেবল জীবনের দোষ। আমরা শেষটা মিলাইতে পারি না। মা, আমাদের দলের ভিতর এটা পূর্ণ করে দাও। নাটকেও তাই করি। শেষটা বিধান জয়ী হোক্। পিতা, অভিনয় শিখিয়ে দিয়ে গেল, যত ভাল অভিনয় কর, কিন্তু শেষটা রক্ষা করিতে পার না। মা, নববিধান যদি ধরেছি, তবে যেন এর শেষটা পূর্ণ করিতে পারি। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রসাদে নববিধান সুসম্পন্ন করিয়া পূর্ণ করিয়া জন্ম সফল করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীননাথ, ভক্তপ্রদর্শনের ভাব তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। জগদীশ, পৃথিবীর ভক্তেরা অপদস্থ হয়েছেন, যুগে যুগে কায্য করে এখন যেন তাঁরা নিদ্রায় অচেতন হয়ে-

ছেন। ভক্তেরা পৃথিবীতে এলে যে পৃথিবীতে থাকিতে হয় এটা কেউ জানে না। যদি তাঁরা এলেন তোমার হুকুমে, তবে এসে আবার চলে যাবেন কেন? তাঁরা হলেন ব্রহ্ম-খণ্ড। সেই সকল খণ্ড পৃথিবীতে পাঠান প্রয়োজন হয়েছিল। আবার কি সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তাই তাঁদের নিয়ে গেলে? তা নয়। এ জন্য নববিধান-বিশ্বাসীদের তুমি বলে দিলে, যখন তোমরা পৃথিবীতে যাইবে, ভক্তদের ডেকে নিও;—জাগিয়ে তুলো। মা, আমরা কি ভক্তদের বুকের ভিতর জাগিয়ে রেখেছি? আমাদের উপর বিশেষ ভার, প্রত্যেকের জীবনে ভক্তদের জীবন্ত ভাব বিচরণ করিবে, আমরা সাধুদের রোজ রোজ দেখাব। তুমি যেমন আছ, তেমনি সাধুরাও জন্মিলেন, কিন্তু তাঁদের মরণ হলো না। তাঁরা আছেন। আমাদের কেবল এই কাজ, সকলকে দেখাব যে, তাঁরা আছেন, মরেন নাই। আমাদের উপর এই ভার দিয়াছ। তবে নাথ, আমরা আমাদের চরিত্র শুদ্ধির জন্য কত দায়ী। এই চক্ষু, হস্ত, শরীর সাধুদের আকৃতি হয়ে যাবে। আমাদের প্রকৃতি সাধুদের প্রকৃতি হয়ে যাবে। মা জননী, ভক্তেরা গেলেন চিরদিনের জন্য যেন। আর কি পৃথিবী তাঁদের ডেকে আনবে? ইতিহাসের ভিতর যদি একটু আদর হয় হবে। কিন্তু জীবন্ত ভাবে তাঁদের কেউ গ্রহণ করে না। প্রেমময় হরি, যে আমাদিগকে দেখিবে, দেখিবে আমরা এ যুগে ঈশা মুষা শ্রীগৌ-

রাঙ্গ শাক্য যোগী ঋষি সব। আমাদের ভিতর সকলে নবভাবে বিকসিত। আমাদের বিনয় পবিত্রতা শান্ত ভাব দেখিবে সকলে। গাছে যেমন ফল ঝোলে, তেমনি আমাদের জীবনবৃক্ষে সাধু ঝুলুন। এমন সুখের দিন কি হবে মা, যে এই পৃথিবীতে থেকে এই সাধন করিব? দয়াময়, কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ভক্তদিগকে জীবনে চরিত্রে প্রবিষ্ট করিয়া তাঁদের আলোকে আলোকিত হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয়।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়ালু ভগবান্, হে পাপীর গতি, যখনি আমোদের খুব তরঙ্গ উঠে, তখনি তুমি সন্তানদিগকে আপনার বিশেষ পক্ষপুটে আচ্ছাদন কর। যখনি বাহিরের আমোদ জেয়াদা হয়, তুমি ভিতুরের মনের চক্ষু উন্মীলন কর। এ সময় ঠাকুর তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, এই যে আমোদ আহ্লাদের সময়, এখন তোমার ভক্তেরা খুব আধ্যাত্মিক এবং গম্ভীর হউন। এ সময় মনের জমাট এমনি হউক যে বাহিরের আমোদ আহ্লাদ চিত্তকে আরো পবিত্র করুক।

ঠাকুর, যদি তোমার প্রসাদ আমাদের মস্তকে অবতীর্ণ হয়, আমরা নাট্যরঙ্গভূমিতে থাকিয়া খুব আধ্যাত্মিক ও শুদ্ধ হইতে পারি। নাটকে স্বর্গের ব্যাপার সকল কল্পনা করিয়া হয় ত যথার্থই আমরা স্বর্গীয় সাধুদের সহবাস লাভ করিতে পারি। আমোদে কাহারো মন যেন শিথিল না হয়। মন যেন আরো গম্ভীর হয়। দৈববাণী শ্রবণ করিবার আরো যেন ইচ্ছা হয়। পাপের জন্য আরো যেন অনুতাপ হয়। নববৃন্দাবনে যাইবার জন্য যেন আরো প্রয়াস হয়। বাহিরের অভিনয় দ্বারা ভিতরের অভিনয়ের দিকে লইয়া যাও। মনের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি কর। যথার্থ ভক্ত যাঁরা, বাহিরের ব্যাপার দেখে তাঁরা দৌড়ে ভিতরে যান। হরি হে, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরে থাকিতে দিও না। নতুবা বাহিরের আমোদ প্রমোদে মন এমনি শিথিল হয়ে যাবে, শুষ্ক হয়ে যাবে, আর কিছুই জমাট থাকিবে না। হরি, ভিতরের চক্ষু উন্মীলন কর, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরের এ সকল যেন উপলক্ষ হয়, অবলম্বন হয় ভিতরের নাটক করিবার জন্য। নাটক ত অনেকে করে, আমরাও কি অসার আমোদের জন্য নাটক করিব? আমরা নাটক করিব ধর্ম্মের জন্য। গম্ভীর কর, জমাট ভাব দাও। খুব যোগী হই আমরা অভিনয় করিতে করিতে। দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সকল বাহিরের দৃশ্য অতিক্রম করিয়া

ভিতরে ভিতরে তোমার দিব্য নাট্যমন্দির সংস্থাপন করিয়া সেখানে তোমার প্রেমলীলা সাধন করিতে করিতে কৃতার্থ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের মহত্ত্ব।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২।

অভয়দাতা হরি, স্বর্গরাজ্যের রাজা, তোমার নববিধানের জন্যই আমরা পৃথিবী ভাবিলাম ; নতুবা কেবল কলিকাতা বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। বিধান আসিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়াছে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছে। আমরা চাই যে যত দেশে যত পাপী আছে পরিত্রাণ পায়, যত দেশে যত মূর্খ আছে জ্ঞান পায়, যত দেশে যত উপধর্ম্মী আছে এই নববিধানের আশ্রয় লয়, যত অবিশ্বাসী নাস্তিক আছে তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। সকলের ঘরে ঘরে নববিধানের ছবি থাকিবে। সাহিত্য বিজ্ঞানবিদ্ সকলে এই বিধানের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবে। এই সেই ধর্ম্ম হরি, ভাবিলে কি হয়! যে দুটি পাঁচটি লোক গালাগালি দিবে তারা কোথায় পড়ে থাক্‌বে! তাদের নামও থাক্‌বে না। সার যা তাই থাক্‌বে। আমরা সার কথা কচ্চি। তোমার পদ-

সেবা কচ্চি। জননীর কর্ম্ম করি, আমরা নববিধানের কার্য্য করি। আমাদের নাম থাক্‌বে। আমরা হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাব। আমরা একটু তুফানে ঝড়ে কেন ভয় পাই? আমরা ভারি ধর্ম্ম হাতে পেয়েছি। বড় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। মা, এই দলকে যদি কিছু দিন রাখ, আর তোমার আশীর্ব্বাদ যদি এদের মাথায় থাকে, তবে ইহাদের কে পায়? মার এত বড় বাড়ী, এত বড় থাম তোয়ের হচ্চে, দুটো ছোট লোক এসে ফুঁ দিয়ে কি তা উড়িয়ে দিতে পারে? যারা এর বিরুদ্ধে লিখ্‌চে, গালাগালি দিচ্চে, তারা কি করিতে পারে? তিন চারটে মাছি বল্লেন, আমরা পাখা বিস্তার করে সূর্য্যকে আড়াল করি, তা হলে এদের কাঁচা বাড়ী শক্ত হবে না, শুকাইবে না। ছি ছি ছি! অত্যন্ত সামান্য ক্ষুদ্র এরা, যারা তোমার বিধানের বিরুদ্ধে কিছু বলে। হরি, আমাদের পুণ্যসম্বল অল্প, মহত্ত্ব কম; আমরা যদি এদের সঙ্গে কথা চালাচালি করি, এদের কথায় কাণ দি, তবে যে টুকু পুণ্য আছে মহত্ত্ব আছে এদের সহবাসে যাবে। মা, ভাইরাও দেখ্‌চি ভয় পান। মা, কেমন করে এঁরা লড়াই করিবেন যদি সামান্য ইঁদুর ছুঁচো দেখে এত ভয় পান? মা, তুমি দয়া করে এঁদের বলে দাও এই যে চারিদিকে কাগজে বিলাতে এখানে এত লোক লিখ্‌চে, বিরুদ্ধে বল্‌চে, এরা সব সোলার সিপাই। একটা বাতাস উঠিলে উড়ে যাবে। এদের কি সাধ্য

মার পাথরের বাড়ী ভাঙ্গিবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি সাধুদের দিয়ে যে বাড়ী গাঁথা হচ্চে! মা, আমরা পাথরের উপর কাজ কচ্চি। আমরা বেঁচে গেলাম, ধন্য হলাম। যে বাড়ীতে ভবিষ্যতে মানবকুল বাস কর্‌বে সে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পাইতেছি। আমরা যে নাটক করে যাচ্চি এ কি অন্য থিয়েটরের মত? ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই নববিধানের অর্থ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কোথায় আমেরিকা, কোথায় এসিয়া, কোথায় আফ্রিকা সকল দেশের লোককে এই নববিধানের কথা তুমি বলিবে। দয়াময় হরি, আমরা তোমার কাছে এই চাকরি চাচ্চি, অন্য বেতন চাই না; এই পুরস্কার চাই যে আমরা যেন পৃথিবীর ভাল করে যেতে পারি। মা, আমরা যেন লোকের কথা না শুনি। তা হলে কাজ করিতে পারিব না। হরি হে, কীর্ত্তি স্থাপনের ক্ষমতা আমাদিগকে দাও। যারা পৃথিবীর জন্য কাজ কচ্চে, নিত্য কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য তারাই থাক্‌বে, আর কেউ নয়। মাগো, বিশ্বাস করি তোমাকে, আর কাহাকেও না। আমাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দাও। যা ভাল বুঝিব করিব। কারো কথায় কাণ দিব না। তুমি যা বারণ করিবে তা করিব না। তোমার কাজে নিযুক্ত কর। তোমার বাড়ীর মিস্ত্রী হইয়া থাকি। আর ওদের কথা শুনিব না। করুণাসিন্ধু, গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন

ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া তোমার নববিধান প্রচার করি, তোমার কাজ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিসুখে সুখী

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

পরম পিতা, দীনবন্ধু, ভক্তের সুখ হরিতে, অভক্তের সুখ পৃথিবীতে। হরিতে সুখ বোধ করি কি না, হরিতে এত আহ্লাদ পেয়েছি কি না, যে অন্য সুখকে তুচ্ছ করি। প্রেমময়, আমরা তোমার কাজ করিলাম, তোমার নাটক করিলাম, এখন এই জানিতে ইচ্ছা করি, ঠাকুর, যথার্থই কি তোমাতে সুখ পাইয়াছি? যিনি তোমার ভক্ত হন এ সব সুখ চান না। আর এক সুখের অন্বেষণ করেন। আমি সমস্ত দিন কি কথা কই ইহাতে বোঝা যাবে তোমাকে ভালবাসি কি না। আমি তোমার কথা বন্ধুদের কাছে বলি কি না এতেই বুঝিব, সুখ তোমাতে আছে কি না। একমাত্র সুখ তুমি কি না। হে প্রেমময়ি, যত রকম সুখ সমস্ত দিন সম্ভোগ করি, এর মধ্যে কটা সুখ তোমার? খেয়ে ঘুমাইয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুদের সঙ্গে কথা কয়ে সুখী হই, কবার হরি তোমাকে নিয়ে সুখী হই? সুখের বস্তু যে একমাত্র ভবসংসারে তুমি, তা এখনো বুঝিতে পারি নাই। তা হলে তোমাতেই কেবল

সুখ অন্বেষণ করিতাম। তত দিন আমাদের দলকে নিকৃষ্ট বলিব, যত দিন ভগবৎপ্রসঙ্গ কেবল আমাদের সুখের কারণ না হবে। যখন দেখিব আত্মা কেবল ব্রহ্মরস পান করিতে চায়, তোমার সঙ্গই আমার আহার পান হবে, তখন জানিব আমার সুখ তোমার কাছে। আমাদের ভিতর ব্রহ্মকে না আনিলে হইবে না। সুখ হবে দৌড়ে গিয়ে মার কোলে বসে, মার কোলে শুয়ে। তোমার প্রেমসুধা পানে তেমন সুখ কৈ হয় যেমন তৃষ্ণার সময় এক ঘটী জল পান করে হয়? হরি, তুমি যেখানে প্রাণের আরাম, গভীর আনন্দ সেই শান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব। জননী, খাবার তুমি, জল তুমি, বন্ধু তুমি, পিতা মাতা তুমি। মা, তুমি আমাদের চিরসুখ হও, শান্তি হও। মাতে সুখী হলাম কি না এটা আপনি বুঝিব। হরি, সুখের রস পান করাইয়া খুব মত্ত করে টেনে লও। পৃথিবীর এ সব সুখ অসার বুঝিয়ে দাও। আমরা যখন তোমাকে ধ্যান করিব, তোমার কথা বলিব তখনই আমাদের সুখ হবে। হে দীন-বন্ধু, হে আনন্দসিন্ধু, কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আর সকল অসার তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিয়া ভগবানের যে গভীর সুখ, ব্রহ্মরস পানের যে যথার্থ সুখ তাহাতে সুখী হইয়া ভক্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতা পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয় দ্বারা জয় ভিক্ষা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে পরম পিতা, তোমার রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত হইতেছি। গ লাগালি খাইতেছি। আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়া অকারণ কেন অপমানিত হইব? হরি, তোমার সাক্ষী আমরা হইব, আমাদের সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কার্য্যই কবিতেছি তোমার একটি একটি নূতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাঁপিয়াছে। এবারও কাঁপুক। হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও সকলে যে এই নববিধান মানিবে সে আশা নাই। মহর্ষি ঈশা অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তাঁর ধর্ম্ম লোকে লইল না। তাঁকে বিশ্বাস করিল না। এখনও তাঁর কত শত্রু! বড় বড় বিদ্বান্ জ্ঞানীরা তাঁকে কি না বল্‌চে! হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝ্‌তে পারে এদের সঙ্গে ঝগড়া করা অন্যায়। তোমার দল ক্রমে দুর্জ্জয় হউক। কোন্ যুদ্ধে যেন আমরা না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিগ্বিজয়ী সেনাদল, তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাট্যভূমিতে শত্রু জয় করিব। মা, যখন তোমার পা যত বারই ছুঁয়েছি, তত বারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। মা, যাদের তুমি তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত

করিয়া দিগ্বিজয়ী করিয়াছ, তখন এবারও তাদের সংগ্রাম-বিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও। জয় রঙ্গভূমির জয়, দুহাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বন্ধে লোকে এসে গালাগালি দেবে? এত বার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? মা, তুমি বাহির হও। যখন নাট্যশালা করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। ভগবতী, এবার নামিয়া আসিতে হইবে। মা দুর্গতিহারিণী, কৃপা করে এবার ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর। দাও দয়াময়ী বিবেক বৈরাগ্যের হস্তে খড়্গ। সেই খড়্গ লইয়া যুদ্ধে মাতিব। মা, এক বার এস। পৃথিবীর লোকগুলিকে দেখাও, উনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন প্রমাণের সময় এয়েছে। ভগবান্, তোমার রূপ শুদ্ধ পৃথিবীকে দেখাও। তোমার গৌরব আর তেজ এক বার পৃথিবীকে দেখাব। যেমন দেখাব, অমনি সকলে মানিবে। মা, রণসজ্জা ধরে এস। দেখি শত্রুদের কেমন বীরত্ব! হে দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া সকল শত্রু নিপাত করিয়া তোমার স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নাটক দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, আমাদের ব্যবসায় এই হইল, যাতে কিছু পাই তাতেই আছি। যদি কিছু পাওয়া যায় রঙ্গভূমিতে আমরা ছাড়িব কেন? যদি দেবতাদের সঙ্গে দেখা হয় এই উপলক্ষে, তবে ছাড়িব কেন? কি হইতে পারে, কি হইতে পারে না, সে বিষয়ে মানুষ কেন আগে থাকিতে স্থির করে? ছবির ঘরের ভিতর হইতে জগদীশ্বর বাহির হইতে পারেন। আর মিথ্যা রথ হইতে সত্য সত্য বিবেক বৈরাগ্য রথে করিয়া নামিতে পারেন। আমাদিগকে আশা বিশ্বাস দাও। আমরা যাতে কিছু পাওয়া যায় তার জন্য আছি। অভিনয়ের পর সকলে দেখবেন চরিত্র ভাল হয়েছে কি না। যোগ ভক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কি না দেখিবেন। নতুবা যদি কেবল আমোদ করিবার জন্য, ভাঁড়ামি করিবার জন্য, মজার জন্য যদি অভিনয় হয়ে থাকে, তবে নাট্যশালা এখনি পুড়িয়ে দাও। আমোদ প্রমোদ কেবল কি আমোদ প্রমোদেই পর্য্যবসিত হবে? অভিনয় যারা একত্রে করিবে তাদের পরস্পর খুব গলাগলি ভাব হবে। শরীর পুণ্যে জ্যোতিষ্মান্ হবে। চরিত্র পবিত্র হবে। জীবন দ্বারা প্রমাণ হবে, আগে যা ছিল না, তা এই অভিনয়ে লাভ হয়েছে কি না দেখিতে

হইবে। পরস্পর পরস্পরের নিকটতর হইব বন্ধু আরো প্রগাঢ় বন্ধু হইবেন। অভিনয় করিলে যে উপাসনা ভক্তি যোগ বাড়ে তার দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। নতুবা নাটকের ঘরে আগুন লাগিবে। যদি লোকে বলে যে, কৈ এদের যেমন বিদ্বেষ অপ্রণয় শুষ্কতা ছিল, তেমনি রয়েছে; তবে ভস্ম হয়ে যাক নাট্যশালা এখনি। এক দিন নাটকের ঘরে পদার্পণ করে কত ভাল হয়েছি এ যেন দেখাতে পারি। মা, এবার যে অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধ হতে পারে, এবার মাতালও পরিবর্ত্তিত হতে পারে, এবার শিশুরা স্বর্গে থেকে নেবে এসে বিবেক বৈরাগ্য শিখাতে পারে, এবার যে সে ঋত্বিক সেজে হরিনাম গান করিতে পারে, এবার যে সে আচার্য্য হয়ে উপদেশ দিতে পারে, নাটকে এই হইল। কারো উচ্চ পদ শ্রেষ্ঠতা রহিল না। এবার বড় ছোট হইল, ছোট বড় হইল। এবার পরিত্রাণের সময় এয়েচে, এবার ঐ বৈরাগ্য বিবেকের রথে চড়ে আমরা স্বর্গে যাই। মা, নাটক থেকে শুভ ফল দাও। এবার প্রেমেতে পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে যেন আস্তে আস্তে নববৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে পারি। মা, রঙ্গভূমির বাতাস শরীরে লাগিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। আবার বলি, অভিনয়ে আমাদের চরিত্র ভাল করে দাও। হে প্রেমময়, হে দয়াময়, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কেবল মুখে

নাটকের মহিমা কীর্ত্তন না করি, কিন্তু নাটকের দ্বারা যথার্থ শুদ্ধ এবং সুখী হইয়া যাই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মেবিলীন।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভক্তের দুর্লভ রত্ন, তুমি যে কি বস্তু তাহা ত নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তুমি, এ কথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে না,—কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। অকূল চিনির পানা, অনন্ত মিশ্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। আমি বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কে, তুমি কি; ছোট, কি বড়, কি পদার্থ তুমি; অথচ তোমাকে জানি। যত সুগন্ধ তারই ঘনীভূত তুমি, অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবত, সুশীতল জলধারা হয়ে আমার মাথায় পড়্‌চ চিরকাল তুমি। তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যা বলে তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। বাপ বলে ডাকিলেও তুমি বেজার হও না। অথচ যদি বলি তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা যায়। যেমন ফুলের সৌরভ

দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে ফেলে, তেমনি তুমি।) কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম অভিষেকে সমুদায় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্মঅঙ্গ। সমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল; আর আমার অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। যা সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না হরি আস্‌বেন আমাতে? আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না হরি আস্‌বেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম। এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝ্‌তে হলো না, জান্‌তে হলো না, ভাব্‌তে হলো না। সাধন করিতে করিতে যেটা স্থূল ছিল সূক্ষ্ম হয়ে গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা বড় আনন্দপ্রদ। হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন হয়ে গেলাম। দ্বৈতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি না। এই

খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোমা হইতে স্বতন্ত্র হয়ে যাব। [হরি, আমাকে তোমাতে চিরবিলীন কর। যেন আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। সুগন্ধির বাগান, সুরভীর উদ্যান। ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব। এখন উড়িলাম ব্রহ্মের সঙ্গে। এই শুদ্ধতা, এই পরিত্রাণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সূক্ষ্ম পরমাণু করিয়া শীঘ্র বিলীন কর, এই তব চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধু, পাপীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের দলটিকে কৃপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর এখনও বিধানের উপযুক্ত হয় নাই। নিজমুখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল না; যা বলিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে আমাদের লজ্জা দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট সেনাপতি আছে। এক সময় দুই দল

প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব জোরের সহিত বল্‌চে। আমরা নির্জীব হয়ে বল্‌চি। নববিধানের দলকে তারা লজ্জা দিতেছে। বলিতেছে "ধিক্! স্বর্গীয় রাজার সেনা হয়ে কোথায় তোরা ভারত জয় করিবি, না আমাদেব শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির সৈন্য।" মা, এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, আমাদের দলের চেয়ে মহাত্মা বুথের দল বড় হইল। তাঁব সৈন্যদল সমুদ্র টলমল করিয়া আসিতেছে। তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে প্রস্তুত করিবে। মা, তবে তাই হোক্। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। দয়াময়ী, এরা কি করিল? আমাদের খুব আক্কেল দিক্। এক সময়ে কি ছুটো এক রমক দল হয়? তারা আস্‌ছে, বেশ হইল, তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পূর্ণ হউক। আমাদের ওঁদের চিহ্নিত বলে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত বলে মানিতে হইবে। মা, ওদের দলের যদি খুব আগুনের মত বৈরাগ্য হয়, আমাদেরও তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক আস্‌বে। ওরা ত বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিল ওরা। ওরা গরিব হয়ে বৈরাগী হয়ে আস্‌চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তা ত নাই।

হবার সম্ভাবনাও নাই। ওঁদের দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল হয় হউক, আমাদের মুখে চূণ কালী পড়িল। আমরা এত দিনে কিছু করিতে পারিলাম না, আর ওঁরা তোমার আদেশ পেয়ে এই এত দূরে সন্ন্যাসীর মত হয়ে, দীন হয়ে আস্‌বেন? এ এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা। তুমি আমাদিগকে খুব শিক্ষা দিলে, আমাদের খুব লজ্জা দিলে। প্রাণেশ্বরী, তবে কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওরা ভারত জয় করিয়া লইবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাইত। আমরা গুণে বড় না হলে তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্‌ছে। আমরা যে পারিলাম না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্‌চে, আমরা যদি তেমনি মা মা মা মা আদ্যা শক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, তবে হয়। মা, তোমার এই গরিব দল যেন মায়া না হয়। ঐ দল যেন একখানি প্রকাণ্ড পাথরের মত নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্‌চে আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেঁধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, বিনয়, শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দার্জ্জিলিংএর মত মাটির পাহাড় ঝুর্ ঝুর করে মাটী খসে পড়্‌চে। জমাট বাঁধে নাই আমাদের মধ্যে। এই দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও। মা, যদি

আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম। লড়াইয়ের ফৌজ হইল না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্। দীনবন্ধু, কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া সাধন দ্বারা উচ্চতর জীবনের উচ্চতর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রেমের পীড়ন।

২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াল হরি, হে বর্ত্তমান বিধানের বিধাতা, অনেক ঘটনা ঘটিতেছে। নানা প্রক র ব্যাপার এই বিধানের মধ্যে আসিতেছে। কত অদ্ভুত ঘটনা দেখিতেছি। বিস্ময়াপন্ন হইবার কত বিষয় তুমি প্রদর্শন করিতেছ। কত নূতন নূতন সত্য দেখিলাম শুনিলাম সঞ্চয় করিলাম। কিন্তু সময়ে সময়ে মনে এই প্রশ্নটি উদয় হয়, মহাপ্রভু, তুমি কেন এত ভালবাস? তোমার নববৃন্দাবন নববিধান সব বুঝিলাম। কিন্তু বুঝিলাম না এই, যে তোমার প্রেম কেন এত হয়। এ নিগূঢ় কথার অর্থ বুঝিলাম না। প্রেমময় হরি, কেন ভালবাস, তার উত্তর দিবে না? যদি তোমার

সুন্দর ছেলে হইতাম, গুণী হইতাম, যদি ক্রাইষ্টের মত গৌরাঙ্গের মত হইতাম, তবে বলিতাম না কেন ভালবাস। তবে বুঝিতে পারিতাম কেন ভালবাস। কিন্তু যখন বিবেকদর্পণে মুখ দেখি, পাপে কলঙ্কে কাল, গায়ময় ক্ষত, তখন মাথা হেঁট করিয়া ভাবি, কেন মা এত প্রেম করেন কাল কুৎসিত ছেলেকে? এ কথার অর্থ কিছুতে বুঝিতে পারি না। হরি, বল পাপাসক্ত নারকীকে কেন তুমি এত ভালবাস? এত সহজ দয়া নয়! এমন কাল ছেলেকে তুমি কেন কোলে কর, আর এই পাপী সন্তানকে নিকটে আসিতে দাও? এই কাল গায়ে গয়না দিয়ে সাজাও? লক্ষ লক্ষ টাকা আমায় দাও? মা, তোমার প্রাণ কি রকম, তোমার কি রকম স্নেহ আদর কিছুই বুঝিতে পারি না। অবাক্ হয়ে থাকি, হাজার বার জিজ্ঞাসা করি, কিছুতে উত্তর দাও না। এ জীবনে পরিত্যক্ত অবস্থা কখনও বুঝিতে দিলে না। মা, তুমি সরে যাও, তোমার সুন্দর স্তনে আমার কাল বিষাক্ত মুখ দেব না। আমার বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে তোমার প্রেমের হীরা থাকিতে দেব না। তোমার পবিত্র জরির আঁচল আমার গায়ে ঠেকিতে দেব না। আমি তোমার প্রেমের সম্মান রাখিব। মা, তোমার দয়া মায়া সব যাবে এবার এই পাষণ্ডকে দয়া করিয়া। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, ও কোল তোমাদেরই, আমার মত কাল ছেলের নয়। তোমরাই বোস মার কোলে। কি বুকে আমাকে মা

কোলে করেন বুঝিতে পারি না। ছেলেকে কোলে করে এত আদর কেন? মা, তুমি আমাকেও সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিতে। তা না দিয়ে এখন এত আদর? ঠাকুর, তোমায় আমাদিগকে ভালবাসিতে দিব না। এত বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না। সকাল বেলা থেকে চাল ডাল খাবার, আবার টাকা কেবলই আন্‌চ। আমি কি ভালবাসি তাই খুঁজে খুঁজে আন্‌চ? মা, তুই গেলিনে আমার কাছ থেকে? তাড়িয়ে দিলাম তবু গেলিনে? তবে তোকে খুব ভালবাস্‌ব। মা জননী আমার, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রেমের সমুদ্রে ডুবে যাই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দরবারের গৌরব।

২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে অধমতারণ, এই ঘর পৃথিবীকে শাসন করিতেছে ইহা তুমি দেখাইয়া দাও। তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই স্বর্গ থেকে চিঠি আসিবার প্রথম ডাকঘর। স্বর্গের রাজকুমারেরা এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আজ্ঞা, এই চিঠিকে

প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। হে পিতা, এই ঘর তোমার ঘর, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে। দয়াময় হরি, তুমি কৃপা করিয়া এই ঘরের মহিমা খুব বুঝাইয়া দাও। নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা, তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে নববিধানবাদীদিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। তোমার আদালত এখানে। তুমি আদালত করিতেছ আর দেবতারা আইন লিখিতেছেন, ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্য জায়গায় এঁদের ত দেখা হবার যো নাই। তোমার ঈশার গির্জ্জায় গেলে সেখানে ত গৌরাঙ্গের সহিত দেখা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ঈশা ত যাইতে পারেন না। এ দলের লোকের সঙ্গে ও দলের যে ঝগড়া মারামারি। তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর। ইহার মূল্য নাই। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণা আর কালা যারা তারা কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেকরা বসে এই ঘরে সব রকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে। তোমার এজলাস আদা-

লত এই ঘরে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমরা শুনি। বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন, বেড়াচ্চেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া ইহাকে মহীয়ান্ করিবে। দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যে ঘরে বসিয়া তোমাকে ডাকি সেই ঘরের মহিমা বিশ্বাস করি এবং সেই ঘরে যে সমুদয় কাণ্ড হইতেছে তাহা ভক্তিনয়নে আরো ভাল করিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অপরিশোধ্য প্রেমঋণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রেমের মহাজন, হে ধন ঐশ্বর্য্যশালী, মহাজনের কিছু হয় না, গরিবের কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়। মহাজনের অগাধ টাকা, ধার দিলে কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু গরিবের সব যায়। দয়ালু ঈশ্বর, তুমি ত দয়া করে যাও, ক্রমাগত দিয়ে যাচ্চ। যারা তোমার কাছে নিচ্চে, যারা তোমার ঋণে ডুবে থাকচে তাদের দশা কি হবে। শত শত লোক এই ধারের ভিতর ডুবে গেল। ঘড়ি ঘড়ি আমাদের ঋণ বাড়তে লাগল, শিকল দিয়ে জড়াচ্চ ক্রমাগত। হরি

ছে, কত আর ধার লইব, শুধিতে ত পারিব না। অনন্ত কাল এইরূপে তোমার প্রেমে প্রতিপালিত হইব। কেন এ প্রেমের ঋণে বদ্ধ করিতেছ? কোথা থেকে শুধিব এর পর, মারা যাব যে; রোজই যে ধার কচ্চি। এবার গেলাম, এই ধারেতেই মরিলাম। এত প্রেম, এ ঋণের অন্ত কোথায়। প্রেমময়, তুমি গরিবগুলিকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্চ। ক্রমাগত যে ঋণের পর ঋণে ডুবাইতেছ, এর পরে কি হবে বল দেখি। কাঙ্গালনাথ, এ গরিবদের পক্ষে কি তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব? এরা জেলে যাবেই যাবে নিশ্চয়। এরা নিশ্চয় চিরকাল তোমার প্রেমের জেলে বদ্ধ থাকিবেই। এত ধার অন্য লোকের হয় নাই। আমাদের যে তুমি অনেক দয়া করেছ। চিরঋণী হয়ে থাকিতে হইল। শেষে, কি না খোল করতাল লয়ে বাড়ী বাড়ী বেড়াতে হলো, নাচি ত হইল! বাড়ী বাড়ী নাটক করিয়া বেড়াইতে হইল! গরিব হয়ে ধার করিলে শেষে এই হয়। ছোট লোকের মত, যাত্রাওয়ালার মত হোতেত হলো, আরো কপালে যে কি লেখা আছে জানি না। ভবিষ্যৎ জান তুমি, তুমিই জান। নাকাল আরো হইতে হইবে। মান সম্ভ্রম, ভদ্রতা সব গেল, শেষে কাঙ্গাল হয়ে, গরিব হয়ে বেড়াতে হইল। আর কি বাকি আছে? তুমি বলচ, আরো আছে কপালে। যখন তোমার ক্রীতদাস হয়েছি, যখন তোমার কাছে চিরঋণী হয়েছি, তখন যা ইচ্ছা হয় কর। চিরঋণী হয়ে থাকি

তোমার প্রেমে। যার ধার আর কিছুতে শুধিতে পারিব না। প্রেমের ঋণের উপর প্রেমের ঋণ। মা, এখনো নাকাল কচ্চেন। পৃথিবীর লোক বল্‌চে, এই কটা লোককে ভগবান্ কি করিলেন, গরিব ফকির করে দিলেন। লও, তবে সর্ব্বস্ব লও। কাঙ্গালের ছেঁড়া নেকড়া লও, তাতে ত আর ধার শোধ হবে না। হে মাতঃ, হে মুক্তিদায়িনী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ঋণে চিরঋণী হইয়া আর ধার শুধিতে পারিব না ইহা জানিয়া চিরকাল তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি! [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হাস্যময়ীর পূজা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে শান্তিদাতা, তুমি পুরুষ কি পুরুষত্ব, তুমি সুশীল কি তুমি স্থু, তুমি কর্ত্তা কি তুমি কর্ম্ম, তুমি বৈকুণ্ঠ-পতি কি বৈকুণ্ঠ, তুমি মুক্তিদাতা কি স্বয়ং মুক্তি, শাস্ত্র-কারেরা ইহার বিচার করিয়াছেন, করিবেন। এ কথাতে আমাদেরও অনুরাগ আছে। হে পিতা, তোমাকে পিতা মাতা বলিয়া ডাকিলে সুখ হয়, আর তোমাকে ধন মান শান্তি সুখ বলিয়া ডাকিলেও এক রকম সুখ হয়। আমরা

ছুইয়েতেই আছি। মা বলে তোমার অঞ্চল ধরিলেও সুখ আছে, আবার একটা চিদাকাশ, একটা সুখ, এ ভাবিলেও সুখ আছে। তোমাকে হাসি বলে পূজা করিলে, যেমন তোমাকে ডাকিব, অমনি আমি হাসিব; আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার বাগানের গাছ পালা, আমার দাস দাসী সকলে হাসিবে। আমি তোমাকে পূর্ণ হাসি, অনন্ত হাসি বলিয়া পূজা করিব, এই বর দাও। একখানা হাসি-বিজ্ঞান, তাঁকে বলে আদ্যাশক্তি, ব্রাহ্মেরা বলে ব্রহ্ম, বৈষ্ণবেরা বলে হরি, জ্ঞানীরা বলেন চিন্ময়। হাসি বলিয়া যদি তোমাকে পূজা করি, মুখে আপনাপনি চিন্ময় হাসি আসিয়া পড়িবে। মন প্রেমানন্দে মগ্ন হইবে। বুকজোড়া হাসি তুমি। গঙ্গা যেমন উথলে পড়ে, এমন তোমার হাসি। বসন্তের ফুলের মত সাজান তোমার হাসি। তোমাকে আর কেন পুরুষ বলি? তুমি ঠিক যেন বসন্তকাল, ঠিক যেন পদ্ম। তোমাকে আর বাবা মা বলে পুরোণো রকম ডাকি কেন? তুমি একখানা অখণ্ড হাসি। তুমি একটা অবস্থা। আমি তোর পূজা করে যে দুঃখী হব, তার সম্ভাবনা নাই, আর আমি যে তোর সাধন ভজন করে কখন অবসন্ন কাঙ্গাল হব, তারও সম্ভাবনা নাই। আমার ঘরে যে ঘরজোড়া হাসি রহিল। আমাদের হৃদয়ে যে অনন্ত হাসির জ্যোৎস্না রহিল! হাসি যে আত্মার স্বর্গ,—শরীরের সুস্থতা, তাতে মনের আনন্দ হবে। হে পূর্ণ হাসি, হে আনন্দনাথ, তোমার ভক্ত যে

দুঃখ পাবে না, এই নববিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। বার বার পরীক্ষিত হয়ে হাসি জিনিস টুকু টেঁকে যাবে। পূর্ণ হাসিতে যে হেসেছে, তারই জীবন সফল। যে হেসেছে, সেই টেঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে আমার কাল ঠোঁট কি সিঁদুর হয়ে গেল, হাসিতে কেঁপে উঠ্‌ল, এ কি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি হাস, আর আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে যাই; এই ন্যায়শাস্ত্র, এই বেদ বেদান্ত, এই ষড়-দর্শন, এই ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা পূজার ঘরে যাই, হাসি সম্মুখে রাখি, হাসি শুনে আমরা হেসে ফেলি। মা, বিবেক ভিন্ন পবিত্র হাসি কে হাসিতে পারে? পাপকল্পনা কচ্চি, পাপ ভাব্‌চি, তখন কি হাসিতে পারি? ধার্ম্মিকের মুখ ভিন্ন হাসে না কেউ। কাল মুখে শয়তানী হাসি, তোমার হাসি নয়। এ কেমন, শান্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্বর্গ থেকে একটা স্রোত ঢেলে দিচ্চে যেন। মা, মনটা হোক্ শুদ্ধ। আমি চিরদিন হেসে যাই। হে পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দল সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকেরা যেন চিরকাল এই কথা বলে যে, এরা চিরকাল হেসে খেলে গিয়েছে। ছেলেমানুষের হাসি, কোলের খোকার হাসি, স্বর্গের পরীর হাসি, নববিধা-নের দলের লোকদের মুখে ছিল। ও ছাঁচের হাসি ত পৃথিবীর লোকের নয়। মা, তোমার হাসি, মজার হাসি। মা, ঐ দুলক্ষ টাকার এক ভরি যে হাসি, তা যদি একটু

পাই, এইখানেই বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। মা, অন্য কিছু চাই না, তুমি হাস, আর আমি হাসি। তুমি আমার চাঁদ হও, আর আমি তোমার ভাবের ভাবুক হয়ে তোর একটু জ্যোৎস্না হয়ে যাই। তা হলে তুইও হয়ে গেলি অবস্থা, আমিও তাই হলাম। তুইও হলি জড়, আমিও জড় হলাম। হায় হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, হাসির হরি, হাসাও হরি। আর দুঃখ দিও না, ঢের দুঃখ শোক পেয়েছি। আর না। পূর্ণ হাসি হয়ে কাছে এস। ধন আমার, শ্রী আমার, সুখ আমার, হাসি হয়ে এস। আমি আর সাধন করিব না, কেবল ঐ হাসি দেখিব। হাসি সত্য, আর সব মিথ্যা। হে আনন্দময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এত কাল যে দুঃখ কষ্টে কাঁদিলাম, তা ত্যাগ করিয়া শেষ কয়টা দিন বিবেকের হাসির পবিত্র রং ঠোঁটে লাগিয়ে হাসির প্রশংসা সঙ্গীতে বিস্তার করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারীপ্রকৃতিপূজা।

১৩ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, মোক্ষদাতা, তুমি আমাদের নিকট এই সপ্তাহ দেবী হও। দেবীভজন, দেবীসাধন, দেবীগুণ গান এই আমাদের এই সপ্তাহের খোরাক হউক। নারীপ্রেম,

নারীভক্তি, নারীবিনয়, নারীক্ষমা, নারীচরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও হে ভাই, প্রকৃতি হও হে পুরুষ, নারী হও হে মানুষ, গৌরী হও হে মহাদেব, শক্তি হও হে শক্তিরূপিণী। কঠোর পুরুষপ্রকৃতি এখন ছাড়। আমরা হিন্দু হই এই ক দিন। অপৌত্তলিক, আধ্যাত্মিক হিন্দু হই। দুর্গোৎসবের সময় ব্রহ্মোৎসব কেন হরি ফাঁক যাবে? হরি, তুমি এই বার দুর্গতিহারিণী মূর্ত্তি ধর। তোমার এক দিকে ধন, এক দিকে বিদ্যা লইয়া বোস। হে প্রেমস্বরূপ, প্রেমরূপিণী হও। শক্তিমান্ শক্তিমতী হও। পুণ্যবান্ পুণ্যবতী হও। সুন্দর সুন্দরী হও। শ্রীমান্ শ্রীমতী হও। আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—শ্রীমতী, শ্রীমতী, কোথায় রহিলে এস। ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, আকাশরূপিণী, চিদাকাশরূপিণী, জ্ঞানাকাশ-রূপিণী, তুমি এস আমাদের নিকট। দুই কারণে;—এক হিন্দুদের উৎসবের সময় বৎসরকার দিনে আমরা দেবীপূজা করিব। আর এক, কতকগুলি নূতন গুণ স্বভাব পাইব। দেবীপূজা করিতে করিতে দেবী হইব। দেবী আরাধনা করিতে করিতে মনের ভাব চেহারা স্ত্রীলোকের মত হয়ে যায়। রাগ নিষ্ঠুরতা চলে যায়, ক্ষমা প্রবল হয়। নারীপ্রকৃতি হয়ে যায়। দেবী, আমাদিগকে কোমল সরল শ্রীমতী সত্যবতী ভক্তিমতী কর। পুরুষ তুমি চলে যাও, একটা দিন তোমাকে বিদায় দি।

পুরুষ দেবতা, তুমি যাও। দুর্গা এস, বঙ্গদেশ মা চায়। বঙ্গদেশ মা বলে কাঁদে। বঙ্গদেশ বলে, আমার পিতা আছে, আমার মা কৈ? আমাদের কাঠের মা নয়, মাটীর নয়, খড়ের নয়, পাথরের নয়; আমাদের বাড়ীতে সোণার মা এয়েচেন। এমন আনন্দময়ী শক্তিরূপিণী প্রেমময়ী মা। সমস্ত বঙ্গদেশে, সকলের হৃদয়ে, মা রূপ প্রতিষ্ঠা কর। বাপের পূজা করে বাপের গুণ পাব, বিবেক বৈরাগ্য পাব, তেমনি মার পূজা করে মার গুণ পাব। মার দৃষ্টান্ত পাইব। মা যেমন অধীর হন না কখন, মার মত নরম হইব। যেখানে সকলি জলের মত, সকলি নরম, সেইখানেই মা। অতএব মাতঃ, যদি পিতৃস্বভাব দিয়ে কৃতার্থ করেছ, তেমনি মাতৃস্বভাব দিয়ে রাগ অহঙ্কার অসম্ভব কর। হিন্দুরা যেমন সাকার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখেন, আমরা যেন নিরাকার পূজা করিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অসুখী না হই। মাকে দেখিব, মার মত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব, মার মত একেবারে উদ্ধত স্বভাব দূর করিব। মা যেমন তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব। মা দয়াময়ী, এক বার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। পুরুষপ্রকৃতি দূর করে মার প্রকৃতি করে দাও। যেমন হিন্দু দুর্গাপূজার সময় মনে করে যে, পুরুষ ঠাকুর পূজা করিবে না, কিন্তু তার সাম্‌নে এক খানি মার মূর্ত্তি, এক খানি রূপোর ডালি মার মূর্ত্তি, এই ভাবিতে ভাবিতে যেমন শুদ্ধ

হয়, তেমনি আমরাও মার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইব। দেবীপূজা করিতে দাও আমাদিগকে। হে করুণাসিন্ধু, তোমাকে দয়াময় দয়াময় বলে ত বরাবর ডাকি, এক এক দিন যেন মা বলে ডাকি। শরৎকালের বাদ্য বাজিয়া উঠুক। হস্ত নয়ন সব কোমল হউক, দেবী কণ্ঠে, দেবী চক্ষে, দেবী বক্ষে, দেবী মাথায়। দুর্গা দুর্গতিহারিণী, এই শরীরের ভিতর এস, আর আমি পাপী অধম, দগ্ধ আমি, চিরকালের মত ভস্ম হয়ে যাই। তোমাকে, হে দুর্গা, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী তিন খানিকে এক খানি করিয়া হৃদয়ে রাখি। আমরা এই দুর্গাকে চিনি, লক্ষ্মীকে জানি, আর এই সরস্বতীকে মানি, এই জানি, এই আমরা মানি। যত আমোদ আহ্লাদ বুঝি, কেবল ও পাড়ায়। আমরা বুঝি তোমাকে মানি না মা, আমরা বুঝি আমোদ করিব না ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া? আমাদের ত আরো বেশী আহ্লাদ। দেবী, এখনো হাসিতে হাসিতে এলে না কেন? আমরা কাপড় কিনিব, কাপড় দেব, খাবার খাওয়াব, খাবার খাব, আমরা ত আসল সত্য যুগের হিন্দু। আমাদের বাড়ীর ঠাকুর দালান, অনেক ভক্তি গঙ্গাজল দিয়ে ধুই। মা এলেন, লক্ষ্মী এলেন, সরস্বতী এলেন। এস মা, এস। ভক্তির সহস্র শঙ্খ বাজিল। আমরা খড়ের দেবতা মানি না। এ যে সত্য সত্য। খুব সত্য, আগাগোড়া সত্য। এ যে সত্যই মা। মা এস। আমরা এক বার দেখি, দেখে

পূজা করিব। থাক, এ বাড়ীতে চিরকাল থাক মা। দেবী কৃপা করিয়া তোমার রুগ্ন জীর্ণ কঠোর সন্তানকে দেবীপূজা, দেবীগান করাইয়া কৃতার্থ কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য ব্রহ্মের পূজা।

১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে জগতের মাতা, হে মুক্তিদাতা, তোমার অবতরণ পৃথিবীতে এক প্রকার, অবতারের অবতরণ পৃথিবীতে অন্য প্রকার। পুরাণ বলে, ব্রহ্ম যিনি তিনিই ভক্ত হৃদয়ে অবতরণ করিয়া থাকেন। হে দয়াময় যুগে যুগে ভক্তাবতার হইয়া পৃথিবীতে সুপথ দেখাইয়া দেবভাবে কখন, দেবী ভাবে কখন, নারীতে কখন, নরেতে কখন তোমার প্রেম পুণ্য প্রকাশ করিয়া জীব উদ্ধার কর। কিন্তু, মা, দুর্গোৎসবে তোমার অবতরণ অন্য প্রকার। এ যে স্বয়ং তুমি আসিবে, রূপান্তর ভাবান্তর হইলে না, অবতার হইলে না, নিজে নামিয়া আসিলে। যেরূপ হিন্দু এই বলে, আমি তার কাছে শিক্ষা লই। হিন্দু আমার পিতা, আমি তার পদতলে পড়িয়া কত জ্ঞান শিক্ষা লই। আমি এই শিখিলাম, যে মা তুমি কখন কখন ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হও, অবতরণ কর,

আবার কখন কখন সাক্ষাৎ তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। জীবের পাপনাশের জন্য স্বয়ং বঙ্গদেশে আগমন কর। তুমি অনন্তদেব, তুমি না কি ভক্তেরা ডাকিলে শুভক্ষণে এস, তাই হিন্দুরা সকলে তোমার ছোট মহাদেবের পার্শ্বে ছোট দেবী বসাইয়া পঞ্জিকার শুভ দিনে শারদীয় উৎসবে তোমাকে ডাকেন। একটি একটি সময় জীব চায়, যখন সন্তানকে পূজা করিবে না, সাক্ষাৎ তোমাকে পূজা করিবে। ইচ্ছা কি হয় না মূলাধার যে তুমি তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখি? মা, ছেলেদের কি ইচ্ছা হয না যে মা যিনি আপনার ভাল ভাল ছেলেদের পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি এক বার স্বয়ং বাড়ীতে আসুন। শঙ্খধ্বনি করি, উলু উলু দি, দিয়া সুখী হই। সাক্ষাৎ মহাদেবী মহাদেব যখন আসেন তখন জীবের বড় আহ্লাদ হয়। এটা কি না সাক্ষাৎ খাস দরবার। রাজকুমার ঈশা, নির্ব্বাণপ্রিয় শাক্য চির দিন আদৃত হউন, চিরজীবি হউন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি যেন কখন কমে না। প্রতাপশালী রাজকুমারকে দেখে সুখী হলাম, আবার ছেঁড়া কাপড় পরে সাক্ষাৎ মহারাজ মহারাণীকে যখন দেখিব, পিতা মাতাকে যখন দেখিব, তখন আরো কত আহ্লাদ হবে। নিরাকারা মহাদেবী, এয়েছ কি তুমি পাপীর বাড়ীতে? এই বৎসরকার দিনে ভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কি এয়েছ? মা, বৎসরকার দিনে এস, দান ধ্যান করিব, ছেলেদের কাপড় দেব,

আত্মীয়দের খাওয়াব, আমোদ আহ্লাদ করিব। আমার মা কি কৈলাস থেকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন না? আস্‌বেন বৈ কি। এ গরিবের বাড়ীতে কত ধূমধাম, কত আমোদ আহ্লাদ হবে। আমি কত ঘটা করে পূজা করিব। মা তবে এস। দয়াময়ী এস। আমি যেন ঠিক পৌত্তলিকদের মত উৎসাহের সহিত তোমাকে পূজা করি। ওরা ত মাটীর দেবীকে পূজা করে, আমি মাকে পূজা করিব। আমার মা যথার্থ মা। ওদের মা মাটীর মা। দয়াময়ী, করুণাময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সুখদ শারদীয় উৎসবে তোমাকে মা বলে পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা।

১৮ ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দেবী, মূর্ত্তিবিহীন নিরাকারা দেবী, যেমন পৌত্তলিকের ঘরে মাটীর দেবতার আগমনে পুরবাসী হর্ষোৎফুল্ল হইল, তোমার ভক্তেরা, নিরাকারবাদীরা ভক্তিচক্ষু খুলিয়া যদি দেখেন তাঁরাও দেখিতে পান, তাঁদের ঠাকুরদালানে চমৎকার শোভা হইয়াছে, তাঁদের ঘরেও নিরাকারা জননী আসিয়াছেন। যদি বলি যে আমরা দুর্গোৎসবের কোন

ধার ধারি না, আমাদের ইহার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, তবে এই সাঙ্ঘাতিক মতে ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। মা, আমরা বাহিরের নকল দুর্গাপূজা করিব না। হৃদয়ে নিরাকারা জননীর পূজা করিব। মা আনন্দময়ী, দেবী আসিয়াছেন ইহা মনে করিলেই আনন্দ, মনে না করিলে আনন্দ নাই। বাহিরে কিছু করিতেছি না, কিন্তু ভিতরে মার পূজার উদ্যোগ হইতেছে। মা, তোমাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? কল্পনার দুর্গা চাই না। অন্তরের অন্তরে যে সুন্দর প্রকৃত ঠাকুর দালান আছে সেখানে মা দুর্গা এস। কিরূপে আসিবে? সেই অরূপ রূপে। অসুরনাশিনী, দুর্গতিহারিণী রূপে। যিনি দুর্গাকে ভাবেন তিনি অসুরনাশিনী, তাঁর কাছে কল্পনার দুর্গা হইল মনগড়া দুর্গা। যে তোমাকে দেখে মা দুর্গে, সে কি দেখে? সে স্বর্গের প্রতিমা খানি আগাগোড়া দেখে। অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি, অসুর সাপ সিংহ, ও সব কি কুসংস্কার? অমন সুন্দরী হয়ে অসুরনাশিনী হইলে, এ কি কুসংস্কার? দুর্গোৎসবের সময় বলিদান চাই, কাটাকুটি চাই, রক্তারক্তি চাই, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাব চাই। দুর্গা, মা না কি অসুরনাশিনী, পাপনাশিনী? দুর্গা যদি আমার পাপপ্রবৃত্তি নাশ না করিলেন, তবে দুর্গাপূজাই হইল না। যে ব্রাহ্ম দুর্গোৎসব করে অসুর না সাজিয়ে, সে ভয়ানক কুসংস্কারী। হে দুর্গে, তুমি যদি আমার হৃদয়ে আসিবে, তবে অসুর নাশ করিবেই

করিবে। আমি যেমন পাপী, মিথ্যাবাদী, শঠ ছিলাম, তোমার দুর্গোৎসবের পর তেমনি যদি রহিলাম, তবে আমাকে ধিক্! আমি যদি তোমার পূজা করে যেমন পাপী তেমনি রহিলাম, তবে কি হইল? এই যে বৎসরে বৎসরে পূজার সময় বাড়ীতে উৎসব হয়, আমোদ হয় তা মানি; কিন্তু রক্ত এক ফোঁটা দেখ্‌তে পাইলাম না। অসুর পাপের রক্ত ত দেখিতে পাই না। বড় পরিতাপ হয়। দয়াময়, এই পূজার সময় অসুর বধ হইতেছে দেখাও। প্রাণের ভিতর যাই, গিয়া দেখি যে, রক্তারক্তি হইতেছে। কাম, ক্রোধ, আসক্তি সব বিনাশ হইতেছে, আর জয় মা দুর্গা বলিয়া ভিতরের সদ্ভাবগুলি নৃত্য করিতেছে, এই ত দুর্গোৎ-সব। দাঁড়াও দুর্গা সম্মুখে। তোমার শত হস্ত বাহির কর। কারণ কোটী কোটী অসুর আমাদের সঙ্গে। কাট মা কাট। বলিদানের বাদ্য বাজুক্। দুর্গা, যদি দুর্গতিহারিণী হয়ে কাঙ্গালের ঘরে ঢুকেছ, তবে যেও না বাড়ী নিষ্কণ্টক না করে। নর নারী নানা রকমে অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত উৎপীড়িত হয়েছে। কেবল যদি আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য মাকে এনেছ তবে দুর্গোৎসব হবে না। অসুর মার। অসুর কাট। মা, বুকের ভিতর রক্তারক্তি হোক। রক্ষা কর, হে অসুরনাশিনী, পতিতপাবনী। এবার তোমার দুর্গোৎ-সব করে স্বর্গারোহণ করিব। মনের অসুর ধরা দে। যিনি দুর্গাপূজা করেন তাঁর অসুরবধ হবেই হবে। দুর্গাকে যিনি

ডাকেন, তিনি অমনি তার নিকট এসে মনের অসুরগুলিকে কেটে ফেলেন। ষড়রিপুর কাটামাথা চারি দিকে পড়ে থাক্‌বে। আহা! এমন দুর্গার পদাশ্রিত কে না হবে? এমন দুর্গার পদকমলে কে না শরণ লইবে? দুর্গা তুমি বড়। মহাদেবী, তোমাকে ডাকি। তোমাকে পূজা করি। আয় অসুর আয়! বৎসরকার দিনে তোদের কাটিব। মার সিংহ এসে অসুরদের নাশ করিবে? দুর্গার বিজয় নিশান উড়িল। ভক্তের হৃদয়মন্দির-মধ্যে দুর্গাপূজা অতি সুচারুরূপে হইল। কেন না, যত পাপ কুচিন্তা, যত রকম কাজে মনের পাপ আছে, সব মার সিংহ এসে নাশ করিবে। মা হাসি-লেন ভক্তের পরিবারে, ভক্তের প্রাণে মার জয় হইল। ষড় রিপু বিনষ্ট, মন পরিষ্কার, হৃদয় প্রশস্ত, মার জয় হইল। এমন ভগবতীকে পূজা করি। মাটীর দেবতাকে অসার দেবতাকে পূজা করিব না। আমাদের ঘরে আজ প্রকাণ্ড পূজা, আমরা অন্য পূজা গ্রাহ্য করিব না। মহাদেবী, যেমন করে সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী হয়ে মাটীর ভিতর দেখা দাও, তার চেয়ে আরো উজ্জ্বলরূপে ব্রাহ্মের ঘরে দেখা দাও। এস দুর্গা, অকল্যাণ দুর্গতি দূর কর। এস দুর্গা, দুঃখের সংসারে সুখ এনে দাও। ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর। বৎসরকার দিনে সুখের পাত্র হাতে দাও। শত্রু সংহার কর। তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক কর। এস দেবী এক বার এস, তোমার চরণ চুম্বন করি। আমরা বৎসরকার

দিনে তোমার দুর্গোৎসব করিয়া কৃতার্থ হই, শুদ্ধ হই, দেবী, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহাবিদ্যার পূজা।

১৯ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীন দরিদ্রদের দেবী, হে পরমারাধ্যা মহাদেবী, তুমি তবে হিন্দুস্থানের মাতা। কেবল সিংহবাহিনী অসুর-নাশিনী হইয়া আমাদের দেশের লোককে দেখা দাও, না আর কোন রূপ আছে? সম্মুখস্থ দেবীর যা কিছু উপকরণ ঠিক হইল। পার্শ্বস্থ দেব দেবীদের ভাব আমরা এখনো গ্রহণ করি নাই। মা, তুমি যেন বলিতেছ, "আমার আশে পাশে যে দেবতারা, তাঁদের প্রবল প্রধান করিতে হইবে না, দুর্গাকেই প্রধান করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সে বড় অপরাধী যে দুর্গাপূজা করিতে গিয়া কেবল গণেশ কিংবা সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া পূজা করিয়া শেষ করে। যদি কোন মূঢ় আশে পাশের মায়ায় বদ্ধ হইয়া দুর্গাকে ভোলে, সে কি হিন্দু? হে মহাদেবী, সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি তোমাকে, অসুরনাশিনী তুমি। তুমি বলিতেছ "আমি সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বাগ্রে আমি দেবী মহাদেবী, আমার চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিতে হইবে। নৈবেদ্য দিতে হইবে।"

অর্থাৎ কি, না মনের দুষ্প্রবৃত্তি পাপাসুর নাশ করিবার জন্য দুর্গোৎসব করিতে হইবে। দুর্গোৎসবের সময় যখন অন্তরে ঢাক ঢোলের মহাশব্দ হইতেছে, তখন কাম ক্রোধ রিপু বিনাশ হইতেছে ত? দেবী, প্রধান পূজার উপর দৃষ্টি করিতে দাও। অসুরনাশিনী তুমি, তোমাকে ডাকিতে দাও। কিন্তু তোমার যে সঙ্গিনীরা সঙ্গে আছেন তাঁদের সঙ্গে তোমার বড় যোগ। আমি যদিও বিদ্যাকে পাই নাই, তবুও তোমার এত দয়া যে, বৎসরকার দিনে যদি এলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলে। আমি ত কেবল তোমাকে ডাকিয়াছি, আমার অসুর নাশ করিবে। তার মানে এই, যে ভক্ত ভক্তির সহিত দেবী কামনা করে, সে বিদ্যাও লাভ করে। বিদ্যাও দেবীর সঙ্গে আসিয়া অবিদ্যা নাশ করে। জননী, তুমি ত জান, অন্তরে অবিদ্যা কত আস্ফালন করে। যত অজ্ঞান আমি। বুঝ্‌তে পারি না আমি ধর্ম্ম কি। বিদ্যা নাই বলে কত সময় আমি পাপ করিয়া ফেলি। তুমি বলিলে ভক্ত ত মূর্খ হইলে চলিবে না। এ জন্য সরস্বতীকে লইয়া আসিলে। মা, তুমি বলচ "মহাদেবীর রূপের ভিতর সকলেই আছেন। মহাদেবী বলিয়া ডাকিলে সকলে আসেন। গাছের গোড়া যে পায় সে ফল ফুল পল্লব ডাল সকলই পায়। যে ফল চায়, সে ফল পায়; যে ফুল চায়, সে ফুল পায়; কিন্তু যে সেই ফল ফুল ডাল শুদ্ধ গাছের গোড়াটী চায়, আদি ব্রহ্মকে চায়, ফল ফুল শাখা প্রশাখা সকলই সে পায়।" মা এই

বলে হাত ধরে সরস্বতীকে তুমি নিয়ে এলে। আমরা যাই· দেবী এয়েচেন বলে আনন্দে তোমাকে প্রণাম করিতে যাই, বলি যে মা, তোমার পার্শ্বে উনি বীণাহস্তে বিদ্যা দেবীর ন্যায়, ওঁকে ত আমরা ডাকি নাই? তুমি বলিলে, "যে এক চায়, সে দুই পায়। আমার ভিতর সকলেই।" আমরা অমনি তাঁকেও প্রণাম করিলাম। দেবী, অসুরনাশিনীর পার্শ্বে পরমা বিদ্যা। সরস্বতী বিদ্যার শ্বেতপদ্ম আরো প্রস্ফু-টিত করুন। সরস্বতী, বক্তৃতা কর, বীণা বাজাও, সঙ্গীত কর। বাক্যবিন্যাস দ্বারা শরণাগত ভক্তদের চিত্তবিনোদন করিয়া কৃতার্থ কর। বাগ্‌দেবী, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ দ্বারা আমাদের প্রাণ শীতল কর। মা দুর্গার মুখে সরস্বতীর ভাব, সরস্বতীর মুখে মায়ের রূপ। ও রে অজ্ঞান, দূর হয়ে যা! কুসংস্কার অজ্ঞান সব দূর হয়ে যা! এ মাটীর দেবীর পার্শ্বে মাটীর সরস্বতী নয়। এ সব জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি। মা, তুমি বলচ "মনের নাস্তিকতা অন্ধকার দূর কর। সরস্বতী এক বার ওদের দেখা দাও। তুমিও যা, আমিও তা। আমি দুর্গা, তুমি বাগ্‌দেবী। আবার আমি বাগ্‌দেবী, তুমি দুর্গা। চল, দুজনে গিয়া ভক্তের মনের অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হই।" মা, আমি অত্যন্ত মূখ, তাই তোমার সঙ্গে তোমার সহচরীকে আসিতে বলি নাই। কিন্তু মা, তুমি না কি মূর্খের মূর্খতা বুঝিলে, তাই বলিলে, "ও ডাকুক না ডাকুক, আমি সরস্বতীকে লইয়া যাই। আমি আমার সকল রূপ এক

আধারে দেখাইব।" বিদ্যা ছাড়াত ধর্ম্ম হয় না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতিমূর্ত্তি অখণ্ড মা দুর্গা, তাঁর ভিতরে যে সরস্বতী, ও যে অভেদ। ও ত কাটা যায় না। মা, তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে, পূজা করিতে করিতে দেখি, এত বিদ্যা মনে প্রকাশ হইল, যে আমি বুঝিতে পারিলাম আমি বিদ্বান্ হইলাম। সুচতুরা বিদ্যা, এ সব তোমারই কাজ। হিন্দু বলে দিচ্চে তার দুর্গার পার্শ্বে সরস্বতী, তবে বুঝিলাম, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হবে। নববিধান আর কি? হিন্দু ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ হই। পৃথিবীর বইয়ের নকল বিদ্যা এ নয়। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যা। সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, সঙ্গীত, বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমুদায়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা ইনি। মহাদেবী দুর্গা, তোমার নাম স্বর্গ ও পৃথিবীতে ধন্য হউক! এত দয়া তোমার! সপ্তমীর দিনে একেবারে বিদ্যাকে দেখাইলে! জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করিলে? সকলে বিদ্বান্ হউক! অন্তরে বিদ্যাদেবীর পূজা হউক! তাও করিতে হল না। যে অন্তরে অন্তরে পরমারাধ্যা মহাদেবী দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীর পূজা করে, সে বিদ্যাও পায়, লক্ষ্মীও পায়, সকলই পায়। বাজাও বীণা সরস্বতী! এই দুর্গোৎসবের সময় যেমন সকলে মার পূজা করে সুখী হবে, তেমনি বিদ্যার প্রসাদে সব অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে। কত অজ্ঞান জ্ঞানী হবে। কত মূর্খ বিদ্বান্ হবে। সরস্বতীর শুভ্র জ্ঞানের

কিরণে মা, তোমার মুখ আমাদের কাছে আরো উজ্জ্বল হবে। কে এমন মূর্খ মূঢ় আছে, যে সরস্বতীর কৃপা হইলে মার মুখ দেখিতে না পায়? হে দেবী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার দয়ারূপ সরস্বতীরূপ দুই হৃদয়ে দেখিয়া সকল প্রকার পাপ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লক্ষ্মীপূজা।

২০শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে অনন্তরূপধারিণী, হে নিরাকারা দুর্গতিনাশিনী, তোমার পূজার কয় দিন চলিয়া গেল। এখনো ফুরাইল না। বঙ্গদেশ এখনো মাতিয়া রহিয়াছে। সংবৎসরের উৎসবে তুমি ভক্তদিগকে শীঘ্র ছুটি দিতেছ না। যারা পৌত্তলিক, তাহারা অন্য পূজা এক দিনে সারিয়া লয়। জগদীশ, তোমার এমনি ব্যবস্থা, যে সেই সকল লোক যাহারা বুঝিতে পারে না কাহাকে ডাকিতেছে, তারাও কিন্তু শীঘ্র সারিয়া লইতে পারিতেছে না। দুর্গতিহারিণীর পূজা তিন দিন। তুমি যে মুক্তি দিবে, তোমার পূজা কিরূপে মানুষ শীঘ্র সারিয়া লইবে? তিন দিন তিন রাত্রি সাধন চাই,

অর্থাৎ মা করুণাময়ী, যে তোমার মন্ত্র লইয়া সাক্ষাৎ তোমার পূজা করিবে, শীঘ্র সে কেমন করিয়া পারিবে? তোমার অনেক ভাব, অনেক রূপ, তিন দিন না লইলে কেমন করিয়া তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে? আমরা যেমন তোমার বামে বিদ্যাদেবীকে আরাধনা করিয়া লইলাম, তেমনি আমার দক্ষিণেসমুদয় জগতের শ্রী, সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মী আছেন। দুর্গা কি সরস্বতী লক্ষ্মীছাড়া হতে পারেন? তা কখনই হতে পারেন না। ওঁর যে স্বরূপ সরস্বতী, স্বরূপ লক্ষ্মী। এ জন্য তুমি যেমন সরস্বতীকে বলেছিলে, তেমনি বলিলে, "লক্ষ্মী, সাজ তুমি। তুমি আমার বুকের ভূষণ, তুমি আমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য, শ্রী, সৌভাগ্য, ধন সম্পদ। অতএব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল ভক্তের ভবনে। লোকে কি দুর্গাশ্রী বলে, না শ্রীদুর্গা বলে? অত-এব তুমি আমার আগে আগে চল।" এই কথা শুনিয়া স্বর্গে যে তোমার সন্তান ঈশা বসে আছেন, তিনি বলিলেন, "মা, এই কথা আমি অনেক দিন পৃথিবীর লোককে বলিয়া আসিয়াছি, তোমরা কেবল স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর কিছু চাহিও না," কল্যকার জন্য ভাবিও না, তাহা হইলে আর সব মা তোমাদের দেবেন।" মা, এই কথা ঠিক। দুর্গা কখন লক্ষ্মীছাড়া হন না। যেখানে দুর্গা, সেখানেই লক্ষ্মী। তাই মা, যেখানে মা দুর্গার পূজা হইতেছে, সেখা-নেই দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিরাজ করিতেছেন। ধন, সম্পদ,

ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব নাই. ভাণ্ডার উথলিয়া পড়িতেছে। জয় মা আনন্দময়ী মহাদেবী! তোমাকে ডাকিলে যা চাই নাই তাও পাওয়া যায়। দুর্গার প্রতিমা লক্ষ্মীর ডান দিকে না থাকিলে হয়ই না। বল জীবন, কেবল যে তুমি মাকে ডেকেছ, তোমার বাড়ীতে কি অমঙ্গল অলক্ষ্মী এসেছে? তোমার বাড়ী কি বিশ্রী? জীবন মঙ্গলধ্বনি করিয়া বলিল, লক্ষ্মীর সাক্ষী মার সাক্ষী দিয়া বলিল, না আমি মার শরণ লইয়া কখন অমঙ্গল বিপদ জানি নাই। মা, আমি জানিতাম না যে তোমাকে ডাকিলে, তোমার কঠোর সাধন করিলে ঐহিক পারত্রিক দুই মঙ্গল হয়। জয় শ্রীমতী লক্ষ্মী! মার শ্রী, মার ভূষণ, মার সৌন্দর্য্য, মার রূপের আদ্‌খানা। যে বাড়ীতে তুমি, সেই বাড়ীতেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব। হে দেবী, বাহিরের মাটীর আরাধনা করিয়া খড় আরাধনা করিয়া দেশ মজিল, দেশ ডুবিল। মাটীর উপাসনা করিয়া কত লোকে মাটী হয়ে গেল। মা, এই প্রার্থনা করি, তুমি তোমার লক্ষ্মী রূপের বিষয় সদুপদেশ দান করিয়া হতভাগা বঙ্গদেশকে পরিত্রাণ কর। বঙ্গদেশ, তোর সৌভাগ্য হয়েও দুর্ভাগ্য হইল। তুই এমন দুর্গা কল্পনা করেও, শিখাইয়াও আপনি মজিলি। দেবীর এমন মহাভাব এদেশে প্রকাশ হয়েও এ দেশের এমন দুর্গতি! কেবল পুতুল নিয়ে আমোদ করে ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে এই কটা দিন মাটী করিতেছে। মা, এদের তুমি দয়া কর। মা,

তুমি ত আসল নববিধানের দুর্গতিহারিণী। এই যে সরস্বতী, লক্ষ্মী যার দুই পাশে! এই যে জ্ঞানসূর্য্য, সুখের চন্দ্র তোমার দুই দিকে! এই যে দুই মা, যার ভিতর বিলীন হয়েছেন! এই যে তিন মা তিন নয়, কিন্তু একই। আমি এক গুণ চেয়ে দুই গুণ পাইলাম? আমার হৃদয় পুরোহিত হয়ে এমন প্রতিমা পূজা করে কৃতার্থ হইল। এমন প্রতিমা ত কখন দেখি নাই। মা কমলার আগমনে কমলকুটীরে ভক্তহৃদয়ে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক! মা, সুখের ভবনে, কল্যাণের নিকেতনে এই ভবনে তুমি লক্ষ্মীকে লইয়া বিরাজ করিতেছ। মা, আমরা ভাবিয়াছিলাম, ধার্ম্মিক হলে সুখ পাওয়া যায় না। আমরা মনে করিতাম, ধর্ম্ম কেবল তুমি কর, সংসার আমরা নিজে। কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি দুই তুমি কর। মা, তুমি আমার হৃদয়ে তবে থাক। তিনেতে এক, একেতে তিন। মা, তুমি তবে থাক লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া আমার বুকের ভিতর। আমার বড় সৌভাগ্য আমি তোমাকে মা বলে ডেকে বিদ্যা জ্ঞান পাইলাম, আবার সুখ সম্পদও পাইলাম। দুর্গা নাচেন, লক্ষ্মী নাচেন, নাচেন সরস্বতী। তিন জনই এক হয়ে আছ মা, ভক্তের প্রাণকে কৃতজ্ঞতায় বাঁধিবে বলিয়া লক্ষ্মীকেও তুমি সঙ্গে আন। মা, আমরা এবার যথার্থ দুর্গাপূজা করিলাম। এ যে তিন খানি সোণার প্রতিমা, এ কি বঙ্গবাসীরা কেউ কখন দেখেছে? এ যে তিন খানি সোণা। যার পূজা করে

জীবন সার্থক হইল! হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর আমাদের অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া মা লক্ষ্মী, তোমার শরণ লইয়া চিরকাল থাকিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরাকার গণেশ পূজা।

২১ শে অক্টোবর ১৮৮২।

হে পতিতউদ্ধারিণী, হে ভক্তহৃদয়বিলাসিনী, জাতীয় এই মহৎ পূজা এখনো ফুরাইল না। পূজা এখনো চলিতেছে গরিব ভক্তের ঘরে। পুতুলের সম্মান পৌত্তলিকের ঘরে, চিন্ময়ীর পূজা নিরাকারা জননীর উপাসকের ঘরে। হে জগতের মাতা, তুমি তোমার দুই দুই স্বরূপ লইয়া আসিয়া ভক্তঘরে প্রকাশ করিলে, সুবিদ্যা দেখাইলে এবং লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ করিলে। যত বার আসিলে, এক পার্শ্বে পরাবিদ্যা এক পার্শ্বে শ্রীসম্পত্তি বিকাশ করিলে। প্রেমের দেবী অসুরসংহারিণী, যদি তুমি মনুষ্যের পাপকে নাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছ, তবে তোমার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশন ভাবটি চলিবেই। যেখানে তুমি, সেখানে মঙ্গল হইবেই হইবে। যার ঘরে কোন অকল্যাণ, কোন কার্য্য অসিদ্ধ হইবে ইহা কোন মতে হইতে পারে না।

এই জন্য তুমি গণেশকে সঙ্গে আনিলে। (দয়াময়ী মা, তোমার সন্তান সিদ্ধি, কার্য্যের সফলতা, বিঘ্ননাশ, কল্যাণ। যে গৃহস্থ তোমার ভক্ত হয়, তার প্রবেশ দ্বারে এমন একটি মূর্ত্তি থাকে, এমন একটি প্রতিমা থাকে, এমন একটি ভাব থাকে, যার নাম কল্যাণ। (তুমি সুবোধ ভক্তদের বুঝাইয়া দিলে যে, সকল কার্য্যের পূর্ব্বে গণেশবন্দনা কেন হয়। বিঘ্ন-বিনাশন, বিপত্তিভঞ্জন, কল্যাণবিধাতার নাম সকল কার্য্যের সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। তুমি যাঁকে আশ্রয় দাও, তাঁর ঘর বাড়ী সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধি লেখা থাকে। কোন প্রকার বিঘ্ন তাঁকে আক্রমণ করিতে পারে না। জগদীশ্বর, যে তোমাকে ভাল করিয়া আরাধনা করে, তার কোন কার্য্য নাই যা দুর্গাছাড়া সে করিতে পারে। সকল কার্য্যেতে বিঘ্ন-বিনাশনকে স্মরণ করিতেই হইবে।) কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন আছে যে বলিতে পারে, আমি মাকে ভাল করে পূজা করিলাম, আরাধনা করিলাম, কিন্তু কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সকল কার্য্যে কণ্টক বিঘ্ন হয়? এমন দুর্ভাগা কে আছে যে বলিতে পারে যে, দুর্গতিহারিণীর পূজা করি সত্য বটে, কিন্তু সহস্র অমঙ্গল বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়ে। তোমাকে পূজা করিতে যাওয়া কেবল তোমাকে পাইবার জন্য। সে মনে জানে তোমাকে ডাকিলে তাহার সংসারের সকল বিঘ্ন বিপদ কাটিয়া যাইবে। /তুমি আপনি ভক্তের সকল বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দাও। গণেশ অর্থ যাহাতে

বিঘ্ন অকল্যাণ সকল দূর হয়। জগদীশ্বরের নামে সকল কার্য্যে মঙ্গল হয় এই তোমার শ্রীগণেশের ভাব। গণেশ তোমার সন্তান, অর্থাৎ তোমাকে ডাকিবার ফল। তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে এই হয়, ভক্তের সকল অমঙ্গল দূর হয়; কোন প্রকার অকল্যাণ প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-ভক্তের হাত হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাতে কোন অকল্যাণ হয় না। যে কেবল মুখে বলে মাকে ভাল-বাসি, কিন্তু সেই ভালবাসা সংসারকে দেয়, তার জন্য বিঘ্ন বিপদ সম্মুখে থাকে। কিন্তু ভক্তের জন্য কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিপদ? দুর্গাসন্তান শ্রীগণেশের জয়! দুর্গাকে ডাকিবার এই ফল। প্রেমময়ী, যদি বৎসরকার দিনে তোমার ভক্তের ঘরে তোমার পবিত্র প্রতিমা পূজিত হইল, তবে যেন আমরা বিশ্বাসী হইয়া ভক্তিনয়নে দেখিতে পাই, যেমন তোমার সঙ্গে বিদ্যা এবং শ্রী আছেন, তেমনি তোমাকে ডাকিলে এই ফল পাওয়া যায়, যে কোন বিঘ্ন বিপদ থাকে না। যাঁরা যথার্থ ভক্ত তাঁরা বলেন, আমা-দের বাড়ীতে দুর্গাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিকও আসিয়া বাঁধা পড়িয়া-ছেন। যে বাড়ীতে তোমার পূজা হয় সে বাড়ীতে জ্ঞান বিবেক প্রজ্ঞা শ্রী সম্পদ মঙ্গল সব থাকে, কোন প্রকার অমঙ্গল বিঘ্ন তার গৃহে থাকে না। তোমার কি কম দয়া? তোমার পূজা করিলে মানুষের কি কম লাভ হয়? আমি

গোড়ায় বলিয়াছিলাম কেবল ব্রহ্মকে চাই আর কিছু চাই না, কিন্তু পূজা করিতে করিতে দেখিলাম বিদ্যা শ্রী সম্পদ মঙ্গল সব হইল। বিঘ্ন আপনা আপনি আসিল, আবার আপনা আপনি কাটিয়া গেল। আপনার মঙ্গল দেশের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, বন্ধুদের মঙ্গল সকলের কল্যাণ হইল। পূজা করিতে করিতে এই শিক্ষা হিন্দুর ভাব হইতে পাইলাম, আমার মা যার সহায়, গণেশ তার সহায়; তার অমঙ্গল কখন হয় না। কোথায় রহিলে নিরাকার গণেশ? আমাদের বাড়ীতে এস। এখানকার সকল কার্য্যে সকল বিভাগে তুমি আছ। কার সাধ্য বিঘ্ন বিপদ আনে? এখানে যিনি যে কার্য্য করিবেন সিদ্ধ হইবেন। মা, চারি দিকে তোমার গণেশ বিদ্যমান। হে দেবী মঙ্গলময়ী, সন্তান আর তুমি এক হইয়া গেলে। তোমাকে আর তোমার সাধনের ফলকে পৌত্তলিক মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া ফেলিল। সব কল্পনা। কোথায় বা মূর্ত্তি, কোথায় বা আকার। ভাবেতে যোগেতে যদি দেখি, দেখিতে পাই, তুমিই লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি গণেশ। চার ভাব একেতে ঘনীভূত। মা, তুমি চারি দিকে এইরূপে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কুশলের ভাব বিস্তার কর। দুর্গার দাস, দুর্গার ভক্ত, দুর্গার সন্তান, এদের বিঘ্ন দুর্গতি নিবারণ হয়। এখানে চিরকুশল গণেশ নামে বিরাজ করেন। এখানকার আকাশে ঝড় হয় না, সমুদ্রে ঢেউ হয় না, কি অহংকার

শান্তির স্থান। দুর্গা, তোমার প্রসাদে কুশল শান্তি পাইলাম। যে প্রাণ দেয় দুর্গার হাতে, অনন্ত কল্যাণ তার সঙ্গে বিরাজ করে। এ সময়ে সন্তান এস, গণেশ তোমার বন্দনা করি। গণেশ তুমি নিরাকার। তুমি যার সাধনের ফল আর কিছুই নও। তুমি কুশলময়ী জননীর সন্তান, ঘরে থেক। নিদ্রার সময়, কার্য্যের সময় কুশল সঙ্গে থাকিও। যখন বিদেশে যাব কুশল তুমি সঙ্গে থাকিও। যা কিছু বিঘ্ন অকল্যাণ সমুদায় কাটিয়া যাইবে। হে মঙ্গলময়ী, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে এইটি দৃঢ় বিশ্বাস করি, তোমাকে পূজা করিলে চিরকালের মত সকল বিপদ বিঘ্ন দূর হইয়া গৃহে কুশল বিরাজ করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [মো—]

জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা।

২২ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দেবী, পরমারাধ্যা শক্তি, ভক্তের যেমন মহাভাব আছে, শাক্তেরও তেমনি মহাভাব আছে। এই যে তোমার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্ত্তিক এই চার ভাব যে অসুরনাশিনীর সঙ্গে মিলাইল, ধন্য সেই সাধু! ধন্য সেই ভক্ত! তিনি শাক্তের শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠ। মা, আমরা এ ভাব হইতে বহু দূরে রহিয়াছি। আমরা কেবল

তোমাকে মা বলে পূজা করি। অদ্য তোমার এই মহাভাব ধারণ করিতে হইবে। তিন দিন গেল, সাধনের সময় গেল, আর দেবী সময় দিবেন না। এ না কি মহাপূজা, দুর্গাপূজা, মহাদেবীর আরাধনা, এ না কি কৈলাস হইতে মহাদেবী আপনার স্বরূপ গুলিকে লইয়া স্বয়ং আসিয়া ভক্তদিগকে পরিতোষ করেন, তাই তিন দিন এই পূজার জন্য। অর্থাৎ অন্যান্য পূজা অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠা সাধন চাই এই পূজাতে। হে মাতঃ! আলস্য জড়তা আজ দূর করে দাও। অদ্যকার সন্ধ্যা না হইতে হইতে যেন বিজয়নিশান ওড়ে গৃহস্থের বাড়ীতে। আজ পৌত্তলিক ভাই পূজা সমাধা করিবেন, ব্রাহ্ম ভাইও যেন তাই করেন। তবে তিনি ভাসিয়ে দেন দেবতাকে, আমরা তা করিব না। তবে সাধনের বরাত এই তিন দিনের, ভগবতীর উপর। আজ যে তবে শেষ হলো। আজ যে পূজার ফল সমস্ত আদায় করে নেব। আজ ক দিনের ভাব জমাট করে নেব। তবে ময়ূরবাহনে আগমন করেন যিনি তাঁকেও কোল দি। ঐ সৌন্দর্য্যের আকর, ঐ বীরত্বের সাগর, জয়শক্তির আধার মাকে আমরা অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি। হে মহাপুরুষ কার্ত্তিক, তুমি এই চারি ভাগের পরিসমাপ্তি। তুমি ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি। হে দুর্গাসন্তান, তুমি দুর্গার ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করে ফেল। তোমার হাসি মুখ, সুন্দর মুখ কে না ভালবাসে? কে না দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়ে যায়? তুমি যে পৃথিবীর

উপমার বস্তু। শেষটা একেবারে আনন্দে ভাসিয়ে দেবে, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে দেবে? মার সন্তান, কে না তোমাকে চায়? তুমি ঘর আলো করিবে না ত কে করিবে? মা বলেন, এমন ছেলে আমি দেব, গৃহস্থের বাড়ী একেবারে আলো হয়ে যাবে। গৃহস্থের বাড়ীর নারীরা তোমার সোণার চাঁদ ছেলের মত সন্তান কামনা করে, তাই বাৎসল্যভাবে তাঁকে কোলে করিতে চায়। মা, তোমার প্রতিমা খানি কি সম্পূর্ণ হয় সৌন্দর্য্য না হইলে? তুমি মধুরেণসমাপয়েৎ করে দিলে, ঐখানে যত রঙ্গ ফলালে, যত সৌন্দর্য্য ঘনীভূত করিলে। যে ময়ূরের সৌন্দর্য্যে সাধুরা মোহিত, তার উপর তুমি ছেলেকে বসালে। সেই ছেলে দেখ্‌ব না পাখী দেখ্‌ব, বুঝিতে পারি না। ভক্তদের প্রাণ একেবারে মোহিত করিবে তোমার ইচ্ছা। নতুবা কার্ত্তিককে কেন আনিলে? কেবল বিদ্যা শ্রী কুশলকে আনিলেই হইত। ও কার্ত্তিক, তোরই মা আমার মা। আয়, তোকে আমি বড় ভালবাসি। তুই বাড়ী এলে বাড়ী আলো হয়। ওঁরা দুটি ঠাকরুণ এসে বিদ্যা, শ্রী কুশল দিলেন। আর তুমি এসে ঘর আলো করিলে। তুমি কি না কবিত্ব, তুমি কি না সৌন্দর্য্য, তুমি কি না রস; "সত্য শিব সুন্দরম্" সুন্দর না হলে কি না পরিসমাপ্তি হয় না; তাই তুমি যত সৌন্দর্য্য এনে তোমার ভিতর ঘনীভূত করেছ। আর সব চেয়ে সুন্দর যে পাখী, তাকে তোমার বাহন করেছ। মা, তোমার সব কুৎসিৎ ছেলেকে

কার্ত্তিকের মত কর। যত সব জঘন্য কুৎসিৎ পাপী, কাল মলিন মদ্যপায়ী ব্যভিচারী দগ্ধমুখ, তোমার কার্ত্তিককে দেখে লজ্জিত হোক। দেবীনন্দন, দেবীসুত, তুমি বসে থাক ওখানে। মার বাছা তুমি, সৌন্দর্য্যের ডালি তুমি। পৃথিবীতে সুন্দর হলে যে বিলাসে ডুবে থাকে? কার্ত্তিক তুমি হাতে তীর ধনু নিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্চ যে আমি সুন্দর হয়ে শক্তি নিয়ে এসেছি। এ মাংসের শরীরের সৌন্দর্য্য নয়। আমি পৃথিবীতে শারীরিক বিলাস দেখাতে আসি নাই। আমায় মা যেমন সৌন্দর্য্য দিয়েছেন তেমনি শক্তি দিয়েছেন। আমার নাম সেনাপতি। আমি অসুরজয়ী। আমি রণে শত্রু সংহার করি। আমার নাম বীরবাহু। আমি বীরত্ব। আমার যে সৌন্দর্য্য, এ ধর্ম্মবীরের সৌন্দর্য্য। দেবীর মহত্ত্ব শক্তি আমার ভিতর। আমি সৌন্দর্য্যের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করি। কার্ত্তিক, তুমি বলিলে সুন্দর হও, জিতেন্দ্রিয় হও। কে সুন্দর? যে ধর্ম্মেতে জয়ী, যে শক্তিশালী, স্বর্গীয় বল যার ভিতরে। দেবী শক্তিরূপে যার ভিতরে প্রকাশিত সেই সুন্দর। আদ্যাশক্তি ভগবতীর সৌন্দর্য্যশক্তি ঐ কার্ত্তিকের ভিতর। ঐ যে কার্ত্তিক মাসে বিলাসের চেহারা কলিকাতার লোকগুলো তৈয়ার করে, যারা দুর্গাও মানে না, কার্ত্তিকও মানে না, দূর করে দাও ঐ মূর্ত্তি প্রতিমা হইতে! ও চাই না। মার ছেলের এমন খোয়ার? মা, একটি ময়ূরকে আমাদের হৃদয়ে

রাখ, আর তোমার কার্ত্তিককে তার উপর বসাও। তা হলেই আমাদের মুখে কার্ত্তিকের ভাব প্রকাশ হবেই হবে। মা, তোমাকে সাধন করে তোমার কার্ত্তিকের মত জয়ী হয়ে নববৃন্দাবনের দিকে উড়ে যাব, এমন শুভ দিন কি হবে? আজ বিজয়া। কার্ত্তিকের নাম বিজয়। হে কার্ত্তিক, তুমি সৌন্দর্য্য, তুমি বীরত্ব, তুমি শক্তি। মার পূজার জয়, মার নামের জয় হবে নববিধানের ভিতর কার্ত্তিকের চেষ্টায়। ঐ তীর ধনুহাতে কার্ত্তিক বড় দুর্জ্জয়। যে মায়ের শত্রুতা করে তাকেই বিদ্ধ করিয়া মারিবে। দুর্গাকেই ডাক, লক্ষ্মীকেই ডাক, বিদ্যাই পাও, মঙ্গলই হোক, জয় না হলেত সম্পূর্ণ হইল না! কার্ত্তিক না আসিলে ত কিছুই হইল না। জয়ী না হইলে পূজায় লাভ কি? শ্রীরামচন্দ্র যাকে পূজা করিলেন, ভক্তি করিলেন, সাধন করিলেন, তিন রাত্র যাপন হইল, তার পরে বিজয় হইল। অমন দশমুণ্ড ভয়ানক অসুর রাবণকে বধ করি-লেন। রামচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সকলে দুর্গাপূজা কর, দুর্গাপূজা কর। অসুর নাশ হইল, পাপ দূর হইল, বিজয় নিশান উড়িল, তার পর মার পূজার ফল হইল। এক ফল কুশল, এক ফল বিজয়। কার্ত্তিক সর্ব্বদা মনকে তাড়না করে বুঝিয়ে দিও, যেখানে জয় হলো না সেখানে মার পূজা হইল না। রাম, তোমার রাবণ বধ হয়েছে? দুর্গাপূজা করে মার কাছে বর পেয়েছ? বিজয়ী হয়েছ?

তবে মার পূজার ফল পেয়েছ। মা দুর্গার নাম গাও, বিজয়ী ব্রহ্মনাম গাও, গাও না কার্ত্তিক? তা না হলে পূজা শেষ হবে না। গোড়া আর শেষ এক হলো। প্রথমে অসুরনাশিনী, আর শেষে কার্ত্তিকের জয় প্রদর্শন। আর মাঝখানে দুই স্বরূপ। শেষে মার দুই ছেলেরই বাহাদুরি হইল। এক ছেলে কুশল আর এক ছেলে বিজয় আনিলেন। দুর্গা এবার নব দুর্গা হও, লক্ষ্মী নব লক্ষ্মী হও, সরস্বতী নব সরস্বতী হও, গণেশ নব গণেশ হও, কার্ত্তিক নববিধানের নব কার্ত্তিক হও। এই বলিয়া আজ পূজা শেষ করি। গৃহস্থের বাড়ীতে এই পূজার কুশল মঙ্গল বিস্তার হউক। হে মঙ্গলময়ী, হে করুণাময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চিরকাল ভক্তির সহিত দুর্গাপূজা করিয়া দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীকে সাধন করিয়া বিদ্যা শ্রী কুশল লাভ করি এবং হৃদয়মধ্যে ও পৃথিবীতে তোমার নাম জয়ী করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যসাধনা।

২৩ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, এই কর যেন সত্যই আমাদের ব্রত হয়, সত্যই আমাদের ধর্ম্ম হয়। কোন বিষয়ে ঠাকুর, যেন

আমাদের অসরল অযথার্থ ভাব না থাকে। সত্যবতী দুর্গা, তাঁরই পূজা করিলাম, সত্যরূপিণী মাকে দেখিলাম, সত্য সরস্বতী সত্য গণেশ সত্য কার্ত্তিককে ঘরে দেখিলাম, তাঁদের জয় ঘোষণা করিলাম। এই কর যেন মিথ্যা ভাব লইয়া না থাকি। এই জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ব্রহ্মদর্শন, নর নারীর প্রতি প্রেম ভ্রাতৃভাবসম্বন্ধে অনেক অসত্য মিথ্যা আছে। ভিতরে ভিতরে অনেক মিথ্যা গাছের গোড়া খাইতেছে। জীবনতরু কেন সবল হইতেছে না? গাছের গোড়ায় পোকা ধরিয়াছে, মূলদেশ ক্ষীণ হইয়াছে, ফলবিহীন হয়েছে, জীবের জীবন তরুর তাই এত দুর্দ্দশা। হরি, তুমি যেমন সত্য, তুমি চাও তোমার ছেলেরাও তেমনি সত্য হয়। আর কিছু হই না হই যেন সত্য হই, যেন বাড়ীতে সত্য থাকে। সত্যের আরাধনা হোক। সত্যেরই লোক হই। সমস্ত যেন বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। তোমার নববিধানের দুর্গাপূজা একেবারে স্থায়ী নিত্য। এখানকার দুর্গোৎসব একেবারে সত্য চিরস্থায়ী। এই দুর্গার প্রতিমা চিরকাল হৃদয়ে থাকিবে। এতে আর অসত্য মিথ্যা কি? মা, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মে ক্রমে ক্ষীণ বিশ্বাসীরা নিরাকার দর্শন করিতে না পারিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় লইবে। এ সকলই ভবিষ্যতে হইতে পারে। পাপ না ছাড়িয়া, স্নান না করিয়া কাদামাখা মলিন অঙ্গে ঠাকুর ঘরে আসচি। এত ময়লা

জমা করিলে ঠাকুরঘর কিরূপে পরিষ্কার থাকবে? মা, একটু তিলের মত অসত্য আমাদের জীবনে থাকিতে দিও না। সত্যের সাধন, সত্য জ্ঞান, সত্য চিন্তা, সত্যের আসনে বসা, এই করিব। সার জিনিস ব্রহ্মের পাদপদ্ম বুকে ধরিতেছি। কোন প্রকার কল্পনা অসার ভাবে ভুলিব না। মা, দেবতাদিগের দর্শনপ্রার্থী হব, এ কল্পনার ভিতর রয়ে গেল। স্ত্রী পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, এ অনেকটা অসত্য থেকে গেল। মা, আমাদের চরিত্র পরিষ্কার কর। পরস্পরের এমনি শাসন থাকিবে। যে একটু পাপ আসিতে পারিবে না। কাছে এসে অসত্য নাশ কর। নির্ম্মল দর্শন দাও। বৈরাগী হয়ে থাকি। বৈরাগী বলাও। হরিপদ ব্রহ্মপদ সার করিব। সকলকে দেখাব একটুও অসত্য ভাব আমার ভিতর নাই। দোহাই পরমেশ্বর, এর ভিতর কেউ যেন মিথ্যাভাব না রাখে। খুব সত্য সত্য। দুর্গোৎসব এমনি সত্য হবে। তাদের বিজয়ায় দুর্গাপূজা শেষ হইল। তাদের কি না কল্পনা! আমাদের যে দুর্গা প্রতিমা চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিবে। আমরা যে মিথ্যা দুর্গা ছেড়ে নবদুর্গার পূজা ধরিয়াছি, আমাদের বড় সৌভাগ্য। এঁকে সত্য দেবী বলে পূজা করে আমাদের বড় সুখ হচ্চে। আমরা বড় খাঁটি ডাক ডাকি। মা দুর্গা এই কথা তুমি বল দেখি যে আমরা তোমায় খুব খাঁটি নির্ম্মল ভেবে ডেকেচি। আমরা যে সর্ব্বস্ব ছেড়ে তোমার ঘরে এসেচি

দুর্গাদাস দুর্গাসন্তান হয়ে চিরকাল থাকিব এই মানসে। দেবী মঙ্গলময়ী, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন যা মিথ্যা, যার ভাসান আছে, তা ত্যাগ করিয়া চিরকাল যা খাঁটি, যা সত্য, তার সাধন করিয়া, যে দুর্গা চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিবে তাঁর পূজা করিয়া, সত্যসিদ্ধ হই মা, তুমি এই আশীর্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বিধানের জয়দর্শনে।

২৪ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, ভক্ত জনের পিতা, সকলে নিজ নিজ কার্য্য না করিলেন বলিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত করিব তোমার কার্য্য নিষ্ফল হইল? তা কথনই না। সত্য যাহা তাহা সত্য। বিধান যাহা তাহা বিধান। আদেশ যাহা তাহা আদেশ। এক লক্ষ লোক যদি সভা করিয়া আক্রমণ করে, প্রতিবাদ করে, তবু এক তিল অন্যথা হয় না। ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া আছি। সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় তুফান হইতেছে, তবু সমুদ্র পার পাইব বিশ্বাস করিতেছি। সমুদ্রে যে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা সমুদয় ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া শান্তিউপকূলে পৌঁছিবে। প্রেমময়, তোমার ভারতকে বাঁধিয়াছি নববিধানের

সঙ্গে। যা লক্ষ বৎসরে হয় নাই নববিধান তাহা করিলেন। হে নববিধানের বিধাতা, দেখ যে দেশকে মনোনীত করিয়াছিলে তোমার নববিধানের জন্য তাহাতে তোমার ইচ্ছা সকল হইল কি না। পাঁচটা কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে? জ্ঞান যোগ প্রেম ভক্তি বিবেকের মিলন হয়েছে। দুর্গার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গিয়াছেন। তোমার উদার ধর্ম্ম সকলকে বাঁধিতেছে। নববিধানের বলের উপর মশারা বসিয়া চাপ দিতেছে, ভোঁ ভোঁ কর্‌চে আর বল্‌চে, আমরা কীর্ত্তন শুনিতে দিব না। দেবতারা মহাস্থরে গান ধরেছেন, ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ বাজাইতেছেন, আর গুটি পাঁচ ছয় মশা বল্‌চে, আমরা রথ চলিতে দিচ্ছি না, কীর্ত্তনের শব্দ চাপিয়া ফেলিতেছি। তাদের কি সাধ্য? আমরা পাঁচ জন লোকে তোমার নববিধানের কি থাকিতে পারি? মা, লোহার ভারত সোণার ভারত হইল। এ গুলো কেন অবিশ্বাস করি? নববিধান এয়েচেন, বিধানের নিশান উড়েচে। আমরা কয় জন ভাল হলাম কি না, তার জন্য কি ক্ষতি? স্বর্গের নববিধান কারো মুখাপেক্ষা করেন না। মা, এ আনন্দ গভীর আনন্দ। পৃথিবীতে এলাম যে জন্য, জীবনের অভিপ্রায় যা, তা সিদ্ধ হইল। এর চেয়ে আহ্লাদ আর কি হইতে পারে যে প্রভু যে কাজের জন্য পাঠিয়েচেন তাহা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভাল করিয়া

করিয়াছি। হরিভক্তের এর চেয়ে সুখ আর কিছুত হতে পারে না, যে মার আজ্ঞা ভাল করিয়া শুনিয়াছি। মা, সেই যে আদেশটি কাণে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়াছিলে, যে "আমার বাগানের ভাল ভাল সব ফুল একত্র করে তোড়া বাঁধিবে।" সে আদেশ তোমার মালী পালন করেছে। এ কাজ যে সংসিদ্ধ করেছি এতে আমার বড় আহ্লাদ। মা, সঙ্কল্প করেছি, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া মা আনন্দময়ীর মন্দির একটি প্রতিষ্ঠা করিব। মা, এ জীবনে সুখ অনেক পেলাম, শান্তি অনেক পেলাম তোমার পূজা করে। তুমি যে বীজমন্ত্র কাণে দিয়াছিলে তা ভুলি নাই। এর হিসাব বুঝিয়ে দেব। কলহ বিবাদের দুঃখ, তাই বন্ধুদের দ্বারা নিরানন্দময়ীর মূর্ত্তি স্থাপন করাইবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, এরা না পেলে শান্তি আপনারা, না অন্যকে সুখ দিলে; কেবল কলহ বিবাদ করে অসুখী হয়ে গেল। কিন্তু মা, এও যদি বলে, তোমার আসল সত্য যা, তা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তা যে প্রমাণ হয়েছে। ভারত যে টলমল করিতেছে। নববিধান যে হয়েছে। ঐ যে গৃহস্থের উঠানে নববিধানের চারা অঙ্কুর হয়েছে। ঐ যে সাকার দুর্গাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আরম্ভ করা হয়েছে। মা দয়াময়ী, বাগানের সকল ফুলের এক তোড়া হয়েছে। ভারি সুখের কাজ হইল। যারা শত্রু ছিল তাদের মিলন হইল। হিন্দু কি না মুসলমানের বাড়ী যাচ্ছেন! ভিতরে ভিতরে ঈশার

শিষ্যেরা কি না নগরকীর্ত্তন কচ্চেন!) মা, আমাদের সকলে খুব গালাগালি দিক্, কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায় রে ভারত! এবার তোমার উদ্ধারের সময় এয়েছে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়া, জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল, তোমার নববিধান পূর্ণ হইল, তোমার নামে চারি দিক টলমল করিল ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া আনন্দময়ী, তোমার চরণে চির দিন আশ্রিত থাকি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগ।

২৫ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দয়াময়, যে তোমাতে আনন্দ পায়, সে চির দিন তোমাতে আনন্দ পায়। কারণ, তোমার নাম আনন্দস্বরূপ (—নিত্যানন্দ, তুমি ভক্তের আনন্দের যোগাড় চির দিন করিয়া দিয়াছ।) যে দুঃখী হইয়া তোমার বাড়ীতে আসিল সে সুখী হইয়া গেল। তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার সন্তানের ঐশ্বর্য্য। হে দীনবন্ধু, যোগগ্রাম বলিয়া একটি গ্রাম আছে সেই খানে তুমি সন্তানের জন্য সমস্ত টাকা কড়ি চাবি দিয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীর পিতা যেমন

সন্তানের জন্য তালুক মুলুক বাড়ী টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখেন সন্তানের কল্যাণের জন্য, সেইরূপ হে পিতা, তুমি সন্তানের জন্য আনন্দের বাড়ী বাগান, কত টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া যোগগ্রামে রাখিয়া দিয়াছ। যোগেতে যখন সন্তান তোমার সঙ্গে মিলিত হয় তখনই বুঝিতে পারে কত সম্পত্তি সুখ তাহার। নতুবা পারে না। কারণ, যে গ্রামে তাহার জন্য সঞ্চিত ধন আছে, সেখানে যদি সে না গেল, কিরূপে জানিবে তাহার কত ঐশ্বর্য্য? হে দয়াময়, নির্ম্মল খাঁটি চরিত্রে নির্জ্জনে তোমার যোগ সাধন, ইহা না হইলে সুখী হইতে পারি না। গৃহস্থ প্রচারক যদি এক বার ধ্যানস্থ হন, নিশ্চিন্ত স্থিরীকৃত নয়নে যোগাসনে বসেন, তিনিই বুঝিতে পারেন যোগগ্রামে কত আনন্দ, কত ধন, কত সুখ আছে। হে হরি, তোমার নাম যোগেশ্বর, সেই নাম ব্রাহ্মদের নিকট আদরণীয় হউক। যোগ ভিন্ন খাঁটি হইবার, সুখী হইবার আর উপায় নাই। একা একা নির্জ্জনে স্থির হইয়া মনে মনে যোগাসনে তোমার যোগ সাধন করিলে বুঝিতে পারিব, কত সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছ। কত তালুক মুলুক আনন্দ তার সংখ্যা নাই। দুঃখী হবার অবকাশ ত আর হবে না। গম্ভীর নিষ্ঠাযুক্ত পবিত্র যোগ যত আমাদের মধ্যে শিথিল হইবে ততই তোমার সন্তানেরা ধনহীন মানহীন পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুঃখী হইবেন। তোমার যোগীরা কত সুখী।

ঈশা মুষা প্রভৃতি বড় বড় সাধুগণ তাঁহাদের সহিত খেলা করিতে আসেন। কত বড় বড় লোক তাঁদের নিকট আসেন। যোগেতে দেখিতে পাইব যে অনন্ত কাল এই সব বিষয় সম্পত্তি আমার। কত বড় বড় লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসেন। আমি কত সুখী। হে দয়াময়, যোগের ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে স্থাপিত কর। যোগের আনন্দে হৃদয় প্লাবিত কর। এই যে যোগগ্রামে আলো জ্বলেছে! এই যে যোগেব ঐশ্বয্য! যোগের আনন্দ যোগীর বাড়ী আমার। যোগেতে অনন্ত কাল আমরা স্বর্গের সোণার বাড়ীতে বাস করিয়া সুখী হই। হে আনন্দ-ময়ী, এই আনন্দগ্রামে আমাদিগকে থাকিতে দাও। আমরা যোগধামে বসিয়া কয়টি ভাই মিলে যোগবৃক্ষ হইতে যোগফল লইয়া খাই। যোগের আনন্দে যোগের জ্যোৎ-স্নায় বেড়াই। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অসার অনিত্য চিন্তা ও কার্য্য ত্যাগ করিয়া যোগেতে মগ্ন হইয়া যোগধামে আমাদের জন্য কত সুখ ধন রত্ন সঞ্চিত আছে তাহা দেখিয়া ভোগ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [যো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

শারদীয় উৎসব।

২৬ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে জীবন্ত ঈশ্বর, হিন্দু যখন বলিলেন, বার মাসে তের পার্ব্বণ, তখন তিনি কম বলিলেন। তিনি যে পার্ব্বণ হিসাব করিলেন তাহা কম হইল। অধিক হইল না। কেন না যে জীবন্ত ঈশ্বরকে ডাকে তার প্রতি মাসে প্রতি দিন পার্ব্বণ। উৎসব করিলেই হইল। ক্রমে ঘরের নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে উৎসব মিশাইয়া যায়। এ যে মনের আনন্দ, এ যে হৃদয়ের নির্জ্জন সাধন, প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, এমন একটি ব্যাপার যা প্রাণের ভিতর হয় বাহিরের লোকে বাহিরের চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। উৎসবকে তুমি সময়সাপেক্ষ অবস্থাসাপেক্ষ কর নাই। পূর্ণিমার চাঁদ দেখেই হোক, জোয়ারের জলের উচ্ছ্বাস দেখেই হোক, বসন্ত সমাগমেই হোক, এক বার যদি ইচ্ছা হয় আনন্দময়ীর চরণ ভাল করিয়া দেখিব, মাকে ভাল করিয়া ডাকিব, তখনই উৎসব হয়। কোন বিশেষ সময় নাই। আমাদের পক্ষে মাস বৎসরের নিয়ম নাই। বসিলেই হইল। উৎসবের ছড়াছড়ি। পূর্ণিমার চাঁদ যে লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখাইবেন, চারি দিকে জ্যোৎস্না ছড়াইবেন, ইহাতে পূর্ণিমাভক্তের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। শরৎকালে যখন নূতন জ্যোৎস্না আকাশকে আলোকিত করে তখন ভাবুকের মনে ভাবের

উচ্ছ্বাস হয়। কৈ এত জলেব উচ্ছ্বাস যেখানে, সে জলের জলধি কৈ বলিয়া তাঁর হৃদয় ভিতবের শাবদীয় জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাস অন্বেষণ করে! ভক্তের নিকট চন্দ্রের প্রত্যেক জ্যোৎস্নাকিবণেব মধ্যে যার প্রেমের কণা দেখা দিবেই দিবে। এ জন্য শরৎকালের জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে জলের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার ভক্তের মন তোমার দিকে ফিরিবেই ফিরিবে। শরৎকালেব সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে মন প্রমত্ত হয়। আজ লক্ষ্মীর শ্রী প্রকাশের দিন। আজ নদীজলে যে সৌন্দর্য্য ভাসিতেছে তা তুলিয়া লইতে হইবে। আজ শরতের শীতল বায়ুর হিল্লোলে যে সুখ উড়িতেছে তা ঘবে আনিতে হইবে। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীর পূজা শ্রীসৌন্দর্য্যের পূজাব এক দিন বিধি হইবে, আর নিতান্ত পদ্যবিহীন গদ্যপ্রিয় ব্রাহ্ম এমনি কঠোর, যে পূর্ণিমার চাঁদও তাঁর মাথায় বিষ ছড়াইল। মা, প্রকৃতির সঙ্গে এই বিবাদ দূর কর। যার মুখে পদ্য নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্ষ্মীবিহীন সে নিতান্ত দুঃখী পাপী। এমন দিনে যদি কেবল হিন্দুর ঘরেই লক্ষ্মীর পূজা হয়, আর আমরা তোমার এত দিনের পদাশ্রিত, আমরা রসবিহীন পদ্যবিহীন হইয়া এই শারদীয় উৎসবের দিন পড়িয়া রহিলাম,— তবে আমাদের অপেক্ষা হিন্দুরা ভাল। হে দীনবন্ধু, হে সৌন্দর্য্যসিন্ধু, তুমি যে সুন্দর সেইটি আজ আমাদের স্মরণের দিন। শরৎকালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বুদ্ধি,—

আনন্দ বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি, ধান্য বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, আজ সকল গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ। প্রেমময়ী, অদ্যকার দিনে তোমার ভক্তদের মনে উৎসাহ দেখিলে আহ্লাদ হয়, কেন না তাহা হইলে বুঝিলাম, ব্রাহ্মসমাজ এখনো লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই। আজ সকল ঘরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধ্বনি, মঙ্গল-ধ্বনি, সম্পদের ধ্বনি হোক। আজ দেখ্‌চি গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমলসরোবর বর্ষার জলে পূর্ণ, চারি দিকে কমল ফুল ফুটিয়াছে বুঝিতেছি। বৃদ্ধির দিন আজ, আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে হাসি, আজ ধান্যের পূজা, লক্ষ্মীর পূজা, সম্পদের পূজা, মা, আজ লক্ষ্মীভক্তদিগের হৃদয়ে দয়া করিয়া অবতীর্ণ হও। (হে দেবী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যাহা কিছু শোকের ব্যাপার, অন্ধকারের ব্যাপার, তাহা হইতে চিব দিনের জন্য মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীর শ্রী সৌন্দর্য্য সম্পদ ধন ধান্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নেহময়ী মার চরণে আশ্রিত থাকিতে পারি।)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।